বিদআ

চেনার মুলনীতি ও উপায়

শাইখ মুহাম্মদ
আব্দুর রব আফফান মাদানী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أصول وقواعد معرفة البدع (اللغة البنغالية)

تأليف: محمد عبد الرب عفان المدني

শায়খ ড. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ গ্রন্থ অবলম্বনে

বিদ‘আত চেনার মূলনীতি ও উপায়

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী

বই : বিদ'আত চেনার মূলনীতি ও উপায়
সংকলন : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী
সম্পাদনায় : শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
ভূমিকা : অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারূক
প্রকাশনায় : শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

বিদ‘আ৪ত চেনার

মূলনীতি ও উপায়

সংকলন: **শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান**

দাওরা হাদীস ও সাবেক শিক্ষক: মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। লিসান্স: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা। কামিল (হাদীস): সরকারী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। আলোচক: আল-রিসালাহ ও আল-মাজদ টিভি, রিয়াদ, সৌদি আরব। অনুবাদক ও দাঈ: দীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সম্পাদনা: **শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

অনার্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; মাস্টার্স, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া। অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

ভূমিকা: **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক**

পি.এইচ.ডি. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
সাবেক চেয়ারম্যান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ,
আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

প্রকাশনায়

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

বিদ'আত চেনার মূলনীতি ও উপায়

সংকলন: **শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী**
সম্পাদনা: **শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২৪, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশনায়:

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন: +880 1765-812261, src.shubbanbd@gmail.com

পরিবেশনায়:

মাকতাবাতুশ্ শুব্বান
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
ফোন: +88 01877-724200

পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ: **দারুল কারার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং**

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

BID'AT CHENAR MULNITI O UPAI by Sheikh Abdur Rab Affan. Edited by Sheikh Muhammad Abdullah Al-Kafi Madani, Published by Shubban Recearch Center, 79/A/3 North Jatrabari, Dhaka-1204, Price : BDT 120, USD $ 3

সূচি

সংকলকের কথা ১৪
ভূমিকা ১৮
বিদ'আত চেনার মূলনীতি ৩টি ২৮
বিদ'আত চেনার প্রথম মূলনীতি ৩১
শরীয়তের দলীলবিহীন তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ৩১
বিদ'আত চেনার প্রথম উপায় (১) ৩৫
মওজু হাদীসের দলীল নির্ভর যত ইবাদত রয়েছে তা সবই বিদ'আত। ৩৫
বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় উপায় (২) ৩৬
"নিছক রায় ও প্রবৃত্তি নির্ভর যত ইবাদত রয়েছে সেগুলোর সবই বিদ'আত, যেমন কোনো কথিত আলেম বা পীর-দরবেশের মগজপ্রসূত বা কোনো অঞ্চলের কুসংস্কার বা কথিত বুজুর্গের ইলহাম-কাশফ ও স্বপ্নের কাহিনী নির্ভর ইবাদত"। ৩৬
বিদ'আত চেনার উপায় (৩) ৩৮
"প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ যদি কোনো ইবাদত ছেড়ে দেন, অথচ তা পালিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত ও

বিদ্যমান, এমনকি তা থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোনো বাধাও নেই; পরবর্তীতে এমন যা কিছু পালন করা হবে তা অবশ্যই বিদ‘আত”। ৩৮

বিদ‘আত চেনার উপায় (৪) ৪১

“কোনো ইবাদত পালন করার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ যদি পালন না করে থাকেন বা তাঁদের কিতাবসমূহে তা নকল বা সংকলন না করেন বা এ বিষয়টি তাঁদের মজলিসে আলোচনা না করে থাকেন, অথচ সে ক্ষেত্রে কোনো বাধাও ছিল না, তবে তা এখন পালন করা বিদ‘আত।” ৪১

মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন ৪১

নববর্ষ উদ্‌যাপন ৪২

বিদ‘আত চেনার উপায় (৫) ৪৭

ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতি বিরোধী যত ইবাদত রয়েছে সবই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। ৪৭

বিদ‘আত চেনার উপায় (৬) ৪৮

ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই, এমন তরীকায় যত প্রথা ও আচরণ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হবে–সবই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। ৪৮

বিদ‘আত চেনার উপায় (৭) ৫০

আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, এমন আমল দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ৫০
বিদ'আত চেনার উপায় (৮) ৫১
শরীয়তে যেসব ইবাদত যে নির্ধারিত রূপ-পদ্ধতিতে এসেছে, তা পরিবর্তন করা বিদ'আত। ৫১
বিদ'আত চেনার উপায় (৯) ৫২
শরীয়তে যেসব ইবাদত 'আম (ব্যাপক) দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত, সে 'আম ইবাদতগুলোকে কোনো স্থান, সময় বা এমন কোনোভাবে খাস করে নেয়া, যাতে দলীলছাড়াই মনে করে নেয়া হয় যে, এটিই শরীয়তের উদ্দেশ্য; তবে তা বিদ'আত গণ্য হবে। ৫২
বিদ'আত চেনার উপায় (১০) ৫৩
যেসব ইবাদত শরীয়তে বিধিবদ্ধ তা থেকে অধিক মাত্রায় পালনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন এবং তাতে কঠোরতা প্রয়োগ করা বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। ৫৩
বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় মূলনীতি ৫৬
দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত ও সাব্যস্ত তরীকা থেকে বের হওয়া ৫৬
বিদ'আত চেনার উপায় (১১) ৬২
যেসব আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য। ৬২
কুরআন ও সুন্নাহের দলীল বিরোধী রায়ের দুটি দিক: ৬৪

বিদ'আত চেনার উপায় (১২) ৬৯

আক্বীদাগত কোনো বিষয়, যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না, সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে কোনো আমলও নেই, তবে তাই বিদ'আত। ৬৯

মুজমাল-সংক্ষিপ্ত সংকুচিত শব্দমালার ব্যাপারে সালাফে সলেহীনের নীতি ৭২

বিদ'আত চেনার উপায় (১৩) ৭৩

দ্বীনের ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ ও অসার বিতর্ক করাও এক ধরনের বিদ'আত। ৭৩

বিদ'আত চেনার উপায় (১৪) ৭৭

মানুষকে কোনো প্রথা ও আচরণগত আমল বা সামাজিক রীতিতে বাধ্য করা, যেন সেটি এমন যে, শরীয়ত বিরোধী নয় বা তা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে তা হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ৭৭

বিদ'আত চেনার উপায় (১৫) ৭৯

দ্বীনের কোনো সাব্যস্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করে ফেলা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ৭৯

বিদ'আত চেনার উপায় (১৬) ৮০

ইবাদত বা প্রথা অথবা উভয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ'আত। ৮০

বিদ‘আত চেনার উপায় (১৭) ৮১

ইবাদত ও প্রথা বা উভয় ক্ষেত্রে কাফেররা যা কিছু তাদের ধর্ম বহির্ভূত আবিষ্কার করে, তার সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। ৮১

বিদ‘আত চেনার উপায় (১৮) ৮৩

ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত জাহিলিয়াতের কোনো আমল আমদানি করা বিদ‘আত। ৮৩

বিদ‘আত চেনার তৃতীয় মূলনীতি ৮৫

বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ ৮৫

বিদ‘আত চেনার উপায় (১৯) ৮৬

“শরীয়ত সমর্থিত কিছু বিষয়, এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পালন করা যা প্রকৃতপক্ষে মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী–তা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত”। ৮৬

প্রকৃত বিদ‘আত ও বর্ধিত বিদ‘আতের মর্মগত পার্থক্য ৯০

বিদ‘আত চেনার উপায় (২০) ৯৩

এমন আমল করা, যা কোনো দিক দিয়ে জায়েয হিসেবে সাব্যস্ত, তবে যদি মনে করা হয় এটি শরীয়তসমর্থিত আমল, তবে তা বিদ‘আত। ৯৩

বিদ‘আত চেনার উপায় (২১) ৯৪

বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম যদি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, এমনকি কেউ তার আমলটি অপছন্দ করলেও

তার দিকে গ্রাহ্য না করা হয়, বরং সাধারণ মানুষ তার গুনাহটি শরীয়তেরই অংশ মনে করে, তবে সেটি বিদ'আতের সাথে যুক্ত হবে। ৯৪
বিদ'আত চেনার উপায় (২২) ৯৬
সাধারণ মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে, আর তা প্রকাশ পায় এবং প্রচার হয়ে যায়, কিন্তু অনুসরণীয় আলেম যদি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিবাদ না করে; এর ফলে তারা মনে করে যে, এ গুনাহের আমলে কোনো দোষ নেই। তখন এমন আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৯৬
বিদ'আত চেনার উপায় (২৩) ৯৮
দ্বীনের নামে যে বিদ'আতী আমলের সাথে আরো কিছু প্রথাগত আমল যুক্ত করা হবে সবই বিদ'আত বলে গণ্য হবে। কেননা যার ভিত্তি বিদ'আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটিও বিদ'আত। ৯৮
উপসংহার ১০০
একনজরে বিদ'আত চেনার ২৩টি উপায় ১০০
বিদ'আতের ক্ষেত্রসমূহ ১০৪
তথ্যসূত্র সূচি ১০৬

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মান্যবর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী (হাফেযাহুল্লাহ)-এর

ভূমিকা

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" (المائدة: ٣)

নিঃসন্দেহে ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটি যেমন পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা তেমনি এর বাইরে মহান আল্লাহ দ্বীন হিসেবে কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না। এমন কিছু ধ্বংসাত্মক বিষয়াদী রয়েছে যেগুলো দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয় এবং একজন মানুষের সারা জীবনের আমল ও অর্জনকে একেবারেই বিনষ্ট করে দেয়। সেসব ধ্বংসাত্মক জিনিসের মধ্যে বিদ'আত অন্যতম।

বিদ'আত দীনকে অপরিচ্ছন্ন করে। আমলে ক্ষত তৈরি করে। জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করে। বিদ'আত মিশ্রিত আমল বিষ মিশ্রিত খাদ্যের সদৃশ, যাতে ধ্বংস অনিবার্য। অথচ আমরা অবলীলায় বিদ'আতমিশ্রিত আমল করছি অহরহ। তবে এদেশের আহলে হাদীস দাঈদের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় অনেকেই এখন বিদ'আতমুক্ত পরিশুদ্ধ আমল করে মহান

প্রভুর সান্নিধ্য লাভে অগ্রসরমান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলিম এখনও মাযহাবী গোঁড়ামির শিকলে বন্দি।

অতএব বিদ‘আতে নিমজ্জিত উম্মাহকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের দাওয়াতী মিশনে গতি সঞ্চার করতে হবে। বক্তব্য বিবৃতির পাশাপাশি ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে জাতিকে সতর্ক করতে হবে। ইতোমধ্যে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেন। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা যথেষ্ট নয়।

সেই ধারাবাহিকতায় মসি হাতে তুলে নিয়েছেন বিদগ্ধ ও প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন, সৌদি আরবে দীর্ঘদিন হতে কর্মরত স্বনামধন্য দাঈ অনুজপ্রতিম শাইখ আব্দুর রব আফফান মাদানী হাফিযাহুল্লাহ।

বিদ‘আতপন্থীর আমল গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেটি সর্বাবস্থায় প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমলের প্রবর্তন করল যা আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

অপর বর্ণনায় এসেছে:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যাতে আমার সমর্থন নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিদ‘আতপন্থীর পরিণাম ভয়াবহ। বিদ‘আত অন্যান্য গুনাহের চেয়েও ভয়ানক।তাই সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, বিদ‘আত শয়তানের নিকট

অন্যান্য গুনাহের চেয়েও প্রিয়। কেননা গুনাহ্ হতে তাওবা করার সুযোগ হলেও বিদ‘আত থেকে তাওবা করার সুযোগ হয় না।

শাইখ আব্দুর রব আফফান “বিদ‘আত চেনার মূলনীতি ও উপায়” পুস্তিকাটি লিখে উম্মাহর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। আমি মনে করি, পুস্তকটির কলেবর ছোট হলেও সত্যাগ্রহী পাঠক এ থেকে বৃহৎ উপদেশ লাভ করবেন এবং হকের সন্ধান লাভ করবেন ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখকের খিদমত কবুল করুন।

সবশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের প্রতি আহ্বান! বইটি সংগ্রহ করুন এবং মনোযোগসহ পাঠ করে আত্মশুদ্ধি গ্রহণ করুন। নিঃসন্দেহে আপনার আমল হবে পরিশুদ্ধ, অন্তর হবে কালিমামুক্ত এবং শরণ হবে আলোকিত। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে শির্ক বিদ‘আতমুক্ত জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সংকলকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:

খালেস ও একাগ্র চিত্তে শুকর আদা করি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি দ্বীন ইসলামকে আমাদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।[১]

ইসলাম অর্থ, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত পালনের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য মেনে নেয়া এবং প্রথম রাসূল থেকে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা বুঝায়। তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু গৃহীত হবে না।[২]

দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا﴾

১. সূরা আলে ইমরান ৩: ১৯

২. আল মুখতাসার ফী তাফসীরীল কুরআনিল কারীম।

আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীন হিসেবে চয়ন করেছি।[১]

অতঃপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, দ্বীরা ইসলামী সেন্টারের দা'ওয়াহ বিভাগের সম্মানিত শায়খ খালেদ বিন ইবরাহীম আল উকাইফির। যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল জীযানী প্রণীত "কাওয়ায়েদু মা'রেফাতিল বিদ'আহ" (বিদ'আত চেনার মূলনীতি) নামক বইটি উপহার দিয়ে এবং এ বিষয়ের প্রতি চরম গুরুত্বারোপ করে নিজ নিজ ভাষায় এর প্রচার ও প্রসারে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। আল্লাহ তাঁকে ও বইটির লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন। শুকরিয়া জানাই প্রিয় শাইখ মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক ফাইযীর, যিনি বইটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আরো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, প্রিয় দারুল কারার পাবলিকেশন্সের সত্বাধিকারী স্নেহের আল-আমীন-এর–সে কষ্ট স্বীকার যত্নের সাথে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি বিদ'আতের পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি সহজ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মাধ্যমে জনসাধারণ বিশেষত আলেম সমাজ সুন্দর একটি

১. সূরা আল-মায়েদাহ ৫: ৩

নির্দেশনা পেতে পারেন। বাংলা ভাষায় বইটির বিষয়বস্তু ও তথ্যগুলো আমার কাছে একবারে নতুন মনে হয়েছে। মুসলিম সমাজ যেহেতু বিদ'আতের বহুবিধ প্রকারে আচ্ছন্ন, অতএব শুধু ঘরে ঘরে নয়, বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি সিলেবাস পাঠ্যভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং গভীরভাবে অধ্যয়নের উপযোগী।

আমি মূলত **"বিদ'আত চেনার মূলনীতি ও উপায়"** বইটি আল জীযানী প্রণীত "কাওয়ায়েদু মা'রেফাতিল বিদ'আহ" গ্রন্থ অবলম্বনে সাজিয়েছি–তিনি এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তবে সমাজের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমি সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে চয়ন ও অনুবাদ করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিষয় বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সংযুক্ত করেছি।

পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট অধীনের একান্ত আশা, বিদ'আতের মাপকাঠি সম্বলিত বইটির মাধ্যমে পাঠকমণ্ডলি বিদ'আতের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তা থেকে সতর্ক ও মুক্ত থাকবেন। সেইসাথে অন্যদেরকেও তা থেকে সাবধান করবেন। ফলে মুসলিম সমাজ বিদ'আতের ফিতনা ও কলুষতা হতে ক্রমান্বয়ে মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার মা'বুদ রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বোচ্চ বিনয়ের সাথে নিবেদন করি, তিনি যেন ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু তাঁর এ নগণ্য বান্দার পক্ষ

থেকে কবুলের মর্যাদা দান করেন। তারপর তাঁর বান্দাদের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা মঞ্জুর করেন। বইটিসহ তাঁর তাওফীকে অন্যান্য যা কিছু খেদমত সম্পন্ন হয়েছে, তা যেন আমার ও আমার সম্মানিত পিতা-মাতা, পরিবার এবং যারা এর সাথে সহযোগিতা করছেন তাদের সবার জন্য সাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসেবে তিনি কবুল করেন। আমীন।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলি! নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এ কঠিন কাজে হাত দেই। বইটির কাজ করতে গিয়ে ভুল থাকাই স্বাভাবিক, পরবর্তীতে তা নির্ভুল ও সুন্দর করার জন্য আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ পরামর্শ আশা করছি। বিদ‘আত অপসারণে বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা এবং নেক দোয়ায় আমাকে শরীক রাখার জন্য বিনীত নিবেদন করছি।

বিনীত নিবেদক

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান

রিয়াদ, সৌদি আরব, মুহার্‌রম ১৪৪৩ হি.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের প্রতি।

সম্মানিত পাঠক, ভূমিকায় আপনার সমীপে চারটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই।

প্রথমত: বিদ'আতকে বিদ'আত হিসেবে অভিহিত করা এবং এর মর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের মানুষগুলো তিনভাগে বিভক্ত।

দ্বিতীয়ত: বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয়ত: বিদ'আতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

চতুর্থত: বিদ'আতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য।

প্রথমে আমরা বিদ'আত অভিহিতকারী তিনভাগে বিভক্ত মানুষগুলোর পরিচয় উপস্থাপন করবো:

প্রথম দল: বিদ'আত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও সীমালংঘনকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে অনেক বিষয়কে সাধারণভাবে বিদ'আত হিসেবে

সাব্যস্ত করে। এমনকি শরীয়তসম্মত ও সুন্নত বিষয়কেও বিদ‘আত বলে চালিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় দল: বিদ‘আত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতি শিথিল এবং ব্যাপকভাবে তারা বিদ‘আতে আক্রান্ত। মৌলিক বড় বড় বিদ‘আত ব্যতীত অন্যান্য বিদ‘আতগুলোকে তারা বিদ‘আতই মনে করে না। এমনকি তারা অনেক বিদ‘আত বিষয়কেও সুন্নত আমল বলে চালিয়ে দেয়।

সুতরাং একদল এভাবে বিদ‘আতের দরজাকে প্রশস্ত করে সুন্নাতকে সংকুচিত করে। অন্যদল বিদ‘আতের দরজাকে সংকুচিত করে সব আমলকে সুন্নাত বলে চালিয়ে দেয়। উভয়েই মধ্যপন্থা বর্জন করে পরস্পরবিরোধী ভুলে নিমজ্জিত।

তৃতীয় দল: এ দলটি উপরোক্ত দুটি দলের পরস্পর বিরোধী উভয় পন্থা বর্জন করে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বা আহলে হাদীস।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ এদিকেই ইংগিত করে বলেন: “এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো, সুন্নাত হতে বিদ‘আতকে পৃথক করা। সুন্নাত হচ্ছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমসম্মত এবং বিদ‘আত হলো, দ্বীনের সাথে সৃষ্ট এমন বিষয়গুলো যার স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। সুতরাং এ বিষয়ের মৌলিক ও সাধারণ ধারণা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞাত। এমনকি বিদ্যমান প্রত্যেক দলই মনে করে, তাদের

তরীকাটিই সুন্নাত আর তাদের বিপরীত মতাদর্শের তরীকা বিদ‘আত। ফলে বিপরীত মতের অনুসারীদের ক্ষেত্রে বিদ‘আতীর তকমা লাগিয়ে দেয়ার কারণে মুসলিম সমাজে কিরূপ মন্দ প্রভাব পড়ে সে-সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলাই ভালো অবগত।”[১]

দ্বিতীয়ত: বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায়, বিদ‘আতের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও সীমালংঘন উভয়টিই বর্জন করে বিদ‘আতের মর্ম যথাযথভাবে অনুধাবনের লক্ষে এমন কিছু স্পষ্ট নীতিমালা, নিয়ম-পদ্ধতি, উপায় ও সূত্র জানা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত বিদ‘আতগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যই ইসলামী শরীয়াহর বিদ্বানগণ গবেষণা করে বিদ‘আত সম্পর্কে যাকিছু সংকলন করেছেন, তার মধ্যে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগের প্রখ্যাত প্রফেসর শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল জীযানী বিদ‘আত চেনার তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

প্রথম মূলনীতি:

“শরীয়তের দলীলবিহীন তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।”

এ মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি বিদ‘আত চেনার দশটি উপায় বর্ণনা করেন।

১. আল ইস্তিক্বামাহ: ১/১৩

দ্বিতীয় মূলনীতি:

"দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত ও সাব্যস্ত তরীকা থেকে বের হওয়া।"

এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিদ'আত চেনার উপায় আটটি।

তৃতীয় মূলনীতি:

"বিদ'আতের দিকে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ।"

এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিদ'আত চেনার উপায় পাঁচটি।[১]

উপরোক্ত **তিনটি মূলনীতির** মাধ্যমে বিদ'আত চেনার সর্বমোট উপায় ও নীতিমালা হলো তেইশটি। দ্বীনের মাঝে নব আবিষ্কৃত বিষয়গুলো বা বিদ'আত সাব্যস্ত হওয়া উপরোক্ত উপায়গুলোর ওপরই নির্ভরশীল। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এতে রয়েছে বিদ'আত চেনার মানদণ্ড।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারীদের জন্যে রয়েছে উপদেশ।[২]

---

১ আল-জীযানীর আল-কাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা ৪৪।

২. সূরা ক্বাফ ৫০: ৩৭

তৃতীয়ত: বিদ‘আতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: দৃষ্টান্তবিহীন নয়া সৃষ্টি।

যেমন: এ অর্থ নেয়া হয় আল্লাহর বাণী থেকে:

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾

তাদেরকে বলে দিন, সৃষ্টির নিকটে আমিই প্রথম রাসূল নই।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় বিদ‘আত: এ মর্মে রাসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

ইরবায বিন সারিয়াহ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كلَّ مُحدثَةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ

“তোমরা নয়া নয়া আমল হতে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রত্যেক নয়া আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী।”[২]

হাদীসটির মাধ্যমে জানা গেল, বিদ‘আত হলো ইসলামী শরীয়তে নতুনত্ব কোনো বিষয়। অতএব, আমাদের জানা উচিত, পবিত্র শরীয়তে এই নতুনত্ব বলতে কী বুঝায়?

এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে:

১. সূরা আহকাফ ৪৬: ৯
২. আবু দাউদ: ৪৬০৭ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ -শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২। আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ». متفق عليه

“যে ব্যক্তি এই দ্বীনের মাঝে এমন কিছু আবিষ্কার করলো, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”[১]

আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন ﵀ বলেন, আয়েশা ﵂ বর্ণিত এই হাদীসটি অর্ধেক ইলম বা জ্ঞান। ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় আমল দুই ধরণের: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য আমলসমূহের মাপকাঠি হচ্ছে–

« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »

“নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে, যেমন সে নিয়ত করবে।”[২]

প্রকাশ্য আমলসমূহের মাপকাঠি হলো, আয়েশা ﵂ বার্ণিত হাদীস:

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ »

রাসূল ﷺ বলেন: “যে ব্যক্তি এই দ্বীনের মাঝে এমন কিছু আবিষ্কার করলো, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”[৩]

১. বুখারী ও মুসলিম
২. বুখারী ১
৩. বুখারী ও মুসলিম

অর্থাৎ যে তা আবিষ্কার করবে তার দিকেই তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তার অমল গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাদীসটি অন্য শব্দমালায় এসেছে:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لِيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। এ বর্ণনাটি প্রথমটির চেয়ে আরো কঠিন। কেননা, রাসূল ﷺ-এর বাণী:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا»

"যে ব্যক্তি এমন কিছু আমল আবিষ্কার করলো, যা সম্পর্কে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই" অর্থাৎ আমরা যে আমলই করি, আমাদেরকে জানতে হবে যে, এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম রয়েছে কিনা; তা না হলে সেটি প্রত্যাখ্যাত, বাতিল। এমনটি ইবাদত ও লেন-দেন সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল বন্ধক রাখে, বাতিল ওয়াকফ্ করে ও বাতিল বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করে, তার প্রত্যেকটি বাতিল কর্মই প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তা শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।[১]

উক্ত হাদীসগুলোর দিকে যদি আমরা লক্ষ করি, তবে আমরা শরীয়তের আলোকে বিদ'আতের পরিচয় ও তার স্বরূপ

১. সূত্র: শারহু রিয়াজিস সালিহীন ২/৩৩১-৩৩৩

দলীলসহ পেয়ে যাব। আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়তে বিদ‘আতের তিনটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত শর্তাবলী পাওয়া না গেলে বিদ‘আত সাব্যস্ত হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে:

১। নব আবিষ্কৃত বিষয়।

২। দ্বীনের বিষয়ে নতুন আবিষ্কার। সাধারণ কোনো বিষয়ে নয়।

৩। নব আবিষ্কৃত বিষয়ে শরীয়তের ‘আম ও খাস কোনো দলীল না থাকা।

এর দ্বারা বুঝা গেল, প্রত্যেক এমন আবিষ্কার যার বিশুদ্ধতা ও সাব্যস্তের শরীয়তের দলীল রয়েছে, তাকে শরীয়তের আলোকে নব আবিষ্কার ও বিদ‘আত বলা হবে না। অতএব, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ বিধানকে নব আবিষ্কার ও বিদ‘আত বলা হবে যার কোনোই দলীল নেই।

বিদ‘আতের সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক পরিচয়:

শরীয়তের আলোকে উক্ত তিনটি শর্তের ভিত্তিতে বিদ‘আতের ব্যাপক পরিচয় হলো:

"مَا أُحْدِثَ فِي الدِّيْنِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ"

দ্বীনের মাঝে দলীলবিহীন নয়া আবিষ্কার।[১]

১. কাওয়ায়েদু মা‘রেফাতিল বিদ‘আহ ১৭-২২ পৃষ্ঠা।

দ্বীন বলতে মূলত যা বুঝায়:

দ্বীন শব্দটি মূলত দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথম বিষয়: দ্বীনের মাঝে আল্লাহ যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন শুধু তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।

দ্বিতীয় বিষয়: বিনয়ের সাথে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য করা।

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا»

প্রমাণ করে যে, হাদীসে উল্লেখিত 'আমরিনা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত। অবশ্য অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي دينِنا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَد»

"যে ব্যক্তি এই দ্বীনের মাঝে এমন কিছু আবিষ্কার করলো, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[১]

এ দ্বীনের উদ্দেশ্যই হলো দ্বীন ইসলাম। যা আল্লাহর হুকুম ও শরীয়ত এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাস রেখে আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা গ্রহণ করা বুঝায়। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।[১]

১. ইমাম বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ: ১/২১১/১০৩।

চতুর্থত: বিদ‘আতের বৈশিষ্ট্য

বিদ‘আতের পারিভাষিক পরিচয়ের মাঝে উল্লেখিত তিনটি শর্ত: আবিষ্কার, দলীলবিহীন ও দ্বীন এ শব্দগুলোর দিকে লক্ষ করলে বিদ‘আতের এমন কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বের হবে, যা দ্বারা বিদ‘আতকে শরীয়তের বিধিবদ্ধ আমল থেকে পৃথক করা এবং এর পরিচয় জানা অতি সহজ। **এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য চারটি:**

প্রথম বৈশিষ্ট্য: সাধারণত বিদ‘আতী আমলের সুনির্দিষ্ট কোনো দলীল পাওয়া যাবে না। তবে আমলটি নিষিদ্ধ হওয়া এবং তা বর্জন করার জন্য সমষ্টিগত সাধারণ দলীলই যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: বিদ‘আত মূলত শরীয়তের উদ্দেশ্য পরিপন্থী এবং তা বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য। এজন্য হাদীসে বিদ‘আতের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করা হয়: “প্রত্যেক বিদ‘আতই গুমরাহী”।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: বিদ‘আত সাধারণত এমন সব বিষয়ে সংঘটিত হয়, যা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না।

ইমাম ইবনুল জওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন: বিদ‘আত এমন বিষয় যা পূর্বে ছিল না, পরে তা আবিষ্কার করা হয়।[২]

১. সূরা আলে ইমরান ৩: ১৯
২. তালবীসে ইবলীস ১৬

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: বিদ‘আত শরীয়তের সাথে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যা সহজে বুঝা যাবে না।

এর ব্যাখ্যা: বিদ‘আত দু ভাবে শরীয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১. **দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে মিল:**
বিদ‘আতের স্বপক্ষে এমন সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ দলীল পেশ করা হয়, ধারনা হবে যে, এ তো সঠিক দলীল, (মূলত তা হয়তো ব্যাপক ইবাদতের দলীল বা তা বানোয়াট বা দুর্বলভাবে নির্ধারিত কোনো ইবাদতের দলীল) পক্ষান্তরে শরীয়তসম্মত ইবাদতের জন্য দলীলটি অবশ্যই সঠিক দলীল হয়ে থাকে।

২. **ধরণ বা সুরত ও পদ্ধতিগত মিল:**
পদ্ধতি, সময়, সংখ্যা ও স্থানগত মিল, যেমনভাবে সুন্নাতী ইবাদত-আমল করা হয়, অনুরূপভাবে বিদ‘আতী ইবাদত আমলও পালন হয়ে থাকে।[1]

বিদ‘আত চেনার মূলনীতি ৩টি

বিদ‘আত চেনার যতগুলো উপায় ও সূত্রাবলী রয়েছে, তা মূলত তিনটি ব্যাপক মূলনীতিতে একত্রিত হয়। বিদ‘আতের পরিচয়ে আমরা যা জেনেছি, তার সমষ্টিগত মর্মই হলো: “দ্বীনের মধ্যে

১. আল জীযানীর কাওয়ায়েদ: ৩৬-৩৭পৃ.

নয়া আবিষ্কার"। আর দ্বীনের মধ্যে নয়া আবিষ্কারও দুটি মূল বিষয়ের যে-কোনো একটিতে ঘটে থাকে।

প্রথম মূল বিষয়:
শরীয়তের দলীলবিহীন তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।

অথচ আমাদের দ্বীনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শরীয়তের দলীলভিত্তিক আমলের ইবাদত ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। অতএব, যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শরীয়তের দলীল বহির্ভূত আল্লাহর ইবাদত করবে, সে অবশ্যই বিদ'আত করবে।

দ্বিতীয় মূল বিষয়:
দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত ও সাব্যস্ত তরীকা থেকে বের হওয়া।

অথচ আমাদের দ্বীনের শরীয়তে রয়েছে সুনির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি, যার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তার নিয়ম-কানূনের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা ফরজ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত নিয়ম-কানূনের বশ্যতা ও আনুগত্য করবে, সে-ই বিদ'আত করবে।

এ দুটি হলো বিদ'আতের ব্যাপক মূলনীতি। তবে এর সাথে যুক্ত হবে তৃতীয় মূলনীতি, তা হলো:

তৃতীয়: বিদ‘আতের পথে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ।

এতে উক্ত দুই মূলনীতির মতো সরাসরি বিদ‘আত সাব্যস্ত হবে না, তবে দ্বীনের মধ্যে অন্য অবস্থায় বিদ‘আত হবে, অর্থাৎ ইবাদত সঠিক অবস্থা থেকে স্থানান্তর হয়ে কোনো কারণ বা পন্থা তাকে বিদ‘আতের দিকে নিয়ে যাবে, যা পরিশেষে বিদ‘আত গণ্য হবে।

অতএব বিদ‘আত চেনার তিনটি ব্যাপক মূলনীতি হচ্ছে:

প্রথম: শরীয়তের দলীলবিহীন তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।

দ্বিতীয়: দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত ও সাব্যস্ত তরীকা থেকে বের হওয়া।

তৃতীয়: বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ।

বিদ‘আত চেনার উক্ত তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যা এবং সেগুলোর ভিত্তিতে গৃহীত উপায় ও কায়েদাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিদ‘আত চেনার প্রথম মূলনীতির ব্যাখ্যা এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত উপায় ও সূত্রাবলী

বিদ‘আত চেনার প্রথম মূলনীতি

শরীয়তের দলীলবিহীন তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রবর্তন করেননি, তবে সে অবশ্যই একটি বিদ‘আত প্রবর্তন করল। কেননা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন শুধুমাত্র শরীয়তসম্মত ইবাদতের মাধ্যমেই করতে হবে, অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলা যেসব ইবাদতের অনুমোদন দিয়েছেন শুধু সেসব ইবাদতই করা হবে। যেহেতু ইবাদতের অন্যতম মূলনীতি হলো, (الأصل في العبادات المنع) ইবাদতের নীতিই হলো বিরত থাকা। অর্থাৎ কোনো ইবাদতের পক্ষে সহীহ সুন্নাহভিত্তিক দলীল না পাওয়া পর্যন্ত ইবাদত থেকে বিরত থাকা।[১]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

---

১. দেখুন মাকতাবাহ শামেলাহ: কিতাব দিরাসাহ ও তাহকীক-মুহাম্মাদ হুসাইন আল জীযানী-কায়েদাহ “আল আসলো ফিল ইবাদাহ আল মানউ” পৃ. ৪৭, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৯/২৭

অর্থাৎ না কি এসব মুশরিকের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ রয়েছে। যে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই দ্বীন প্রবর্তন করবে?[১]

আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেল, ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷀ বলেন, "যে ব্যক্তিই আল্লাহ যা প্রবর্তন করেননি এমন কিছু গ্রহণ করল, সেটিই একটি বিদ'আত"।[২]

শাত্বেবী বলেন: "শরীয়তসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও যদি বিদ'আতী কোনো আমলকে কেউ শরীয়তসম্মত মনে করে; সেটিই বিদ'আত"[৩]

দলীল নির্ভর ইবাদত দ্বারাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এই দ্বীনের এক মহামূলনীতি, বরং তা তাওহীদ ও ঈমানের দাবী। এটি সৎ আমলের দুটি শর্তের একটি শর্ত। আর আমল কবুলের জন্যে দুটি শর্ত থাকাই জরুরী: ইখলাস ও শরীয়ত (দলীল)-সম্মত হওয়া।

এ মূলনীতির ক্ষেত্রে বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সবকিছু দ্বারাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। অতএব এক্ষেত্রে বিদ'আতীগণ সাধারণত দুভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে থাকে।

১. সূরা আশ শূরা ৪২: ২১
২. মাজমূ ফাতাওয়া: ৪/১০৭
৩. আল ই'তিসাম: ২/১০৮

প্রথম: অভ্যাসগত আমল ও গুনাহের আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। আর এগুলোই হলো আসল ও গুণগত বিদ‘আতী ইবাদত। এমন ইবাদত তখনই বিদ‘আত হিসাবে গণ্য হবে যখন নৈকট্য অর্জনের নিয়ত থাকবে।

দ্বিতীয়: এমন আমল দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা, যা মূলগতভাবে সাব্যস্ত কিন্তু তা গুণ ও পদ্ধতিগতভাবে আবিষ্কৃত। এ ধরনের ইবাদতে আল্লাহর নৈকট্যের নিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় বিদ‘আত হবে। যেমন দু‘আ, ও যিকর বিদ‘আতী পন্থায় করা।

আমরা এর দ্বারা বুঝতে পারি, সরাসরি ইবাদতের মাঝে নতুন আবিষ্কার সর্বাবস্থায় বিদ‘আত হিসাবে গণ্য হবে; তাতে আবিষ্কারকের আবিষ্কৃত ইবাদত দ্বারা নৈকট্য উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক। অথচ উভয় ধরনের বিদ‘আতের মধ্যেই নিমজ্জিত রয়েছে আমাদের সমাজের বহু মুসলিম।[১]

প্রথম মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত বিদ‘আত চেনার দশটি উপায়:

ব্যাখ্যা: এ বিষয়ে শরীয়ত অনুসারে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জরুরী দুটি ক্ষেত্র রয়েছে।

প্রথমত: মূল ইবাদতটি সাব্যস্ত হওয়া।

১. আল জীযানীর কাওয়ায়েদ: ৪৬-৪৭ পৃ.

দ্বিতীয়ত: ইবাদতটির গুণ ও পদ্ধতি সাব্যস্ত হওয়া।

অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে মূল ইবাদতটি শরীয়তের সঠিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া কাম্য, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি (১) জাল হাদীস বা (২) কারো কথা দলীলযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করা বা (৩) এমন ইবাদত করা যা রাসূল সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের করনীয় সুন্নাতের খেলাফ বা (৪) সালাফে সালেহীনের আমলের খেলাফ বা (৫) শরীয়ত সাব্যস্ত মূলনীতির খেলাফ হয়, তবে অবশ্যই সে আমলগুলো বিদ'আত গণ্য হবে। এসবের ভিত্তিতে নির্গত হবে বিদ'আত চেনার পাঁচটি উপায়।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল ইবাদতটিসহ তার গুণ-পদ্ধতিও শরীয়তের সঠিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া কাম্য, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি: ইবাদত মূলগতভাবে শরীয়তসম্মত না হয়, বরং (১) প্রথাগত ও লেন-দেনমূলক আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়, বা (২) পাপের কাজ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়, তবে অবশ্যই সে আমলগুলো বিদ'আত গণ্য হবে। অথবা যদি ইবাদত মূলগতভাবে শরীয়তসম্মত হয়, কিন্তু তার গুণ ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়; হয়তবা (৩) খাস দলীল কে আম-ব্যাপক করে নেয়ার মাধ্যমে, বা (৪) আম দলীল কে খাস করে নেয়ার মাধ্যমে, বা (৫) ইবাদতে সীমালঙ্ঘন-বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করে, তবে অবশ্যই সে আমলগুলো বিদ'আত

গণ্য হবে। এসবের ভিত্তিতে নির্গত হবে বিদ'আত চেনার আরো পাঁচটি উপায়। সব মিলে এই মূলনীতির ভিত্তিতে দশটি উপায়। একে একে উপায়গুলোর বর্ণনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

বিদ'আত চেনার প্রথম উপায় (১)

মওজু হাদীসের দলীল নির্ভর যত ইবাদত রয়েছে তা সবই বিদ'আত।[১]

ব্যাখ্যা: কায়দাটির ভিত্তি হলো এই দীনের এক মহামূলনীতির ওপর। ইবাদতের নীতিই হলো বিরত থাকা। অর্থাৎ কোনো ইবাদতের পক্ষে সহীহ সুন্নাহভিত্তিক দলীল না পাওয়া পর্যন্ত ইবাদত থেকে বিরত থাকা।[২]

এর উদ্দেশ্য: শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ইবাদত-বন্দেগী; কুরআন ও হাদীসের গ্রহণযোগ্য সঠিক দলীল ব্যতীত তা সাব্যস্ত হবে না।

---

১. আল ই'তিসাম: ১/২২৪-২৩১ ও আহকামুল জানায়েয: ২৪২

২. দেখুন মাকতাবাহ শামেলাহ: কিতাব দিরাসাহ ও তাহকীক-মুহাম্মাদ হুসাইন আল জীযানী-কায়েদাহ "আল আসলো ফিল ইবাদাহ আল মানউ" পৃ. ৪৭, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২৭

পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ-এর ওপর মিথ্যে আরোপকৃত-মওজু হাদীসভিত্তিক আমল তাঁর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব তার ওপর আমল করা বিদ'আত বরং তা আল্লাহ যার অনুমতি দেননি এমন জিনিসের প্রবর্তন।

উদাহরণ: কুরআনুল কারীমের সূরাগুলোর ফজীলতের জাল হাদীসমূহ।[১]

বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় উপায় (২)

"নিছক রায় ও প্রবৃত্তি নির্ভর যত ইবাদত রয়েছে সেগুলোর সবই বিদ'আত, যেমন কোনো কথিত আলেম বা পীর-দরবেশের মগজপ্রসূত বা কোনো অঞ্চলের কুসংস্কার বা কথিত বুজুর্গের ইলহাম-কাশফ ও স্বপ্নের কাহিনী নির্ভর ইবাদত"।[২]

ব্যাখ্যা: কায়দাটি ফুটে উঠে আহলে বিদ'আতের আলামতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তা হলো, প্রত্যেক বিদ'আতীই তার বিদ'আতের ওপর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণ দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করে থাকে। আর সে বিশ্বাস করে যে, সে শরীয়ত ভিত্তিকই আমল করে যাচ্ছে।

১. আলমানার আলমুনীফ: ১১৩-১১৫
২. আল ইতিসাম: ১/২১২-২১৯ ও আহকামুল জানায়েয: ২৪২

উদাহরণ:

ক) সূফী-সাধকদের কাশফ, চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন ও স্বভাবিকতা বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নির্ভর হুকুম-আহকাম জারি করা। এর মাধ্যমে তাদের হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বা কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বর্জননীতি প্রনয়ণ করা। যেমন তাদের কারো থেকে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, সে যদি কোনো সংশয়পূর্ণ ক্ষতিকর কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার আঙুল থেকে ঘাম টপকে পড়ে আর সে তা হতে বিরত হয়ে যায়।[১]

খ) বিদ'আতী জিকিরসমূহ, যেমন আল্লাহর জিকির শুধু "আল্লাহ" শব্দ বা শুধু "হু হু" দ্বারা করা। এ ক্ষেত্রে তাদের দাবী হলো, পরবর্তী যামানার পীর-বুজর্গরা এমনটি আদেশ করেছেন।[২]

এক্ষেত্রে শরীয়ত সাব্যস্ত নীতি: আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন-সুন্নাতই হলো শিক্ষা অর্জনের উৎস, আল্লাহ থেকে যাবতীয় খবর আসার মাধ্যম। কুরআন-সুন্নাহই হলো হালাল-হারাম, আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও তাঁর শরীয়ত জানার তরীকা।[৩]

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(১) ইলহামের পরিচয়ঃ ইলহাম হলো, কোনো বিষয়ের মতামত ও ঝোঁক বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত অন্তরে জাগ্রত

১. আল ইতিসাম: ১/২১২, ২/১৮১-১৮২
২. মাজমূ ফাতাওয়া: ১০/৩৯৬
৩. জামেউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাজলিহ: ২/৩৩ ও মাজমূ ফাতাওয়া: ১৯/৯

হওয়া। ইলহামের মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণ স্পষ্ট করে দেন।[১]

(২) **স্বপ্নের পরিচয়ঃ** স্বপ্ন হলো: মানুষ ঘুমের মাঝে যা দেখে,[২] এর হকুম ইলহামের হুকুমের অনুরূপ; "স্পষ্ট সরাসরি ওয়াহীর মানদণ্ডে রাখা হবে: এরপর যদি ওয়াহীর সমর্থনে হলে গ্রহণযোগ্য হবে, নচেৎ তার ওপর আমল করা হবে না।[৩]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন: ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি দেখে নবী ﷺ তাকে কোনো কিছুর আদেশ করছেন তবে কি তার জন্য তা পালন করা জরুরী? নাকি তার জন্য জরুরী এই যে, সে আদেশটিকে প্রকাশ্য শরীয়তের ওপর পেশ করবে? দ্বিতীয়টিই এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।[৪]

বিদ'আত চেনার উপায় (৩)

"প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ যদি কোনো ইবাদত ছেড়ে দেন, অথচ তা পালিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত ও বিদ্যমান, এমনকি তা থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোনো বাধাও

১. দেখুন মাক্তাবাহ শামেলাহ: কিতাব দিরাসাহ ও তাহকীক-মুহাম্মাদ হুসাইন আল জীযানী-কায়েদাহ "আল আসলো ফিল ইবাদাহ আল মানউ" পৃ.৮৩
২. ফাতহুল বারী: ১২/৩৫২
৩. মাদারেজুস সালেকীন: ১/৬২
৪. ফাতহুল বারী: ১২/৩৮৯

নেই; পরবর্তীতে এমন যা কিছু পালন করা হবে তা অবশ্যই বিদ'আত"।[১]

উদাহরণ:

- সলাত শুরু করার সময় মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা।
- পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ব্যতীত অন্য সলাতের জন্য আজান দেয়া।
- সাফা-মারওয়া সায়ীর পর সলাত আদায় করা।[২]

ব্যাখ্যা: কায়দা ও উপায়টি বুঝার ক্ষেত্রে পালনীয় সুন্নাত যেমন রয়েছে অনুরূপ বর্জনীয় সুন্নাতও রয়েছে তা বুঝতে হবে।

বর্জনীয় সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য: কোনো আমল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম পালন করেননি।[৩]

বর্জনীয় সুন্নাতগুলো দুই পদ্ধতিতে চেনা যাবে:[৪]

---

১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৫৯১-৫৯৭ ও আল ইতিসাম: ১/৩৬১
২. আল ইতিসাম: ১/৩৬৪
৩. শারহুল কাউকাবিল মুনীর: ২/১৬৫
৪. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন: ২/৩৮৯-৩৯১

প্রথম পদ্ধতি: সাহাবীর বর্ণনা: নবী ﷺ এটি বর্জন করেছেন, তা পালন করেননি; যেমন তাঁর উক্তি: তিনি ঈদের নামায বিনা আযান ও বিনা ইকামতে আদায় করেছেন।[১]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: আমলটি পালন করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের বর্ণনা না থাকা: অথচ নবী ﷺ যদি কোনো আমল করেন, তবে তাঁদের অনেকে বা কমপক্ষে একজন হলেও তা বর্ণনার দাবি রাখে এবং তাঁরা এ ব্যাপারে চরম আগ্রহী আর তা পাওয়া যেত। সুতরাং তাঁদের কেউ যেহেতু একেবারেই বর্ণনা করেননি, তাঁদের কোনো বৈঠকেও কেউ কোনো দিন উল্লেখ করেননি; এর দ্বারা বুঝাই যায় যে, এটি অবশ্যই ছিল না। যেমন নামাযের শুরুতে তাঁর নিয়ত মুখে উচ্চারণ বর্জন করা। অনুরূপ তাঁর নামাযের পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে সবসময় ফজর ও আসর বা প্রত্যেক নামাযে দোয়া বর্জন করা।

অতএব, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম যে আমল পালন করেছেন তা পালন, যে আমল বর্জন করেছেন তা বর্জন করার মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রে তাঁর সমভাবেই আনুগত্য করা মুমিনদের জন্য জরুরী।[২]

১. আবু দাউদ: ১১৪৭, তার মূল বুখারী-মুসলিমে রয়েছে।
২. বিস্তারিত: জীযানীর আল কাওয়ায়েদ: পৃ.৭৭-৮১

বিদ‘আত চেনার উপায় (৪)

“কোনো ইবাদত পালন করার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ যদি পালন না করে থাকেন বা তাঁদের কিতাবসমূহে তা নকল বা সংকলন না করেন বা এ বিষয়টি তাঁদের মজলিসে আলোচনা না করে থাকেন, অথচ সে ক্ষেত্রে কোনো বাধাও ছিল না, তবে তা এখন পালন করা বিদ‘আত।”[১]

উদাহরণ:

১. রজব মাসে সলাতুর রাগায়েব আদায় করা।[২]
২. ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের জীবন্ত দিনগুলোতে ঈদ-উৎসব উদ্‌যাপন করা। অথচ ঈদ-উৎসবও ইসলামী শরীয়তে বিধিবদ্ধ রয়েছে, আমাদেরকে এরই অনুসরণ করা জরুরী; এক্ষেত্রে বিদ‘আত গ্রহণযোগ্য নয়।[৩]

মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন

মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন হলো, বিদ‘আতী ঈদ-উৎসব উদযাপনের একটি উৎসব। কেননা সালাফে সালেহীনের কারো থেকে এটি পালন করা তো দূরের কথা কেউ এমন কিছু উল্লেখও করেননি।

১. আত তারগীব আন সলাতির রাগাইব আল মাউজুয়াহ: ৯ ও আল বায়িস: ৪৭
২. আত তারগীব আন সলাতির রাগাইব আল মাউজুয়াহ: ৯ ও আল বায়িস: ৪৭
৩. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৬১৪

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ বলেন: "সালাফে সালেহীন এটি পালন করেননি, অথচ তাদের যামানাতেও তা পালনের প্রয়োজনীয়তা ছিল, পালন করাতে কোনো বাধাও ছিল না। এটি উদযাপনে যদি অনেক কল্যাণ এমনকি সামান্য কল্যাণও থাকতো, তবে সালাফগণই আমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী থাকতেন। কেননা তাঁরা আমাদের অপেক্ষা রাসূল ﷺ-এর অধিকতর মুহাব্বতকারী ও সম্মানকারী ছিলেন এবং তাঁরা কল্যাণের ওপর অধিকতর আগ্রহী ছিলেন।

অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ মুহাব্বত ও সম্মান তাঁর অনুসরণ, আনুগত্য, তাঁর হুকুমের ইত্তিবা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ভাবে তাঁর সুন্নাতকে উজ্জীবিত করা, যে শরীয়ত নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তার প্রচার ও প্রসার এবং এ ক্ষেত্রে অন্তর, হাত ও মুখ দ্বারা আপ্রাণ চেষ্টা করার ওপর নির্ভরশীল।

আর এটিই হলো, অগ্রগামী প্রথম যামানার আনসার-মুহাজির ও যাঁরা তাঁদের যথাযথ উত্তমরূপে অনুসরণ করে তাঁদের পথ।[১]

নববর্ষ উদ্‌যাপন

মীলাদুন্নবী উদযাপনের মতই নববর্ষ উদ্‌যাপন করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি অনেককে দেখা যায় হিজরী নববর্ষ

১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৬১৫

উদ্‌যাপন করতে। তারা রাসূল ﷺ-এর হিজরত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ নববর্ষ আগমন উপলক্ষে একজন অন্যজনকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে।

ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: রাসূল ﷺ-এর জীবনে ঘটে যাওয়া বহু স্মরণীয় ভাষণ, চুক্তি ও ঘটনার বহু দিন রয়েছে: যেমন, বদর দিবস, হুনাইন, খন্দক, মক্কা বিজয়, হিজরত, মদীনা আগমনের দিন ও এমন বহু ভাষণ যাতে তিনি দ্বীনের মূলনীতি বয়ান করেন। এরপর তিনি এ দিনগুলোকে প্রতি বছর নানা নামে উৎসবমুখর উদ্‌যাপন করা জরুরী করেননি। বরং অবশ্য এগুলো করেছে খ্রিস্টানরা, যারা ঈসা আলাইহিস সালাম এর বিভিন্ন ঘটনার দিবসগুলোকে রকমারি উৎসব উদযাপনের টার্গেটে পরিণত করেছে, যা করেছে ইহুদিরাও।

অবশ্যই ঈদ-উৎসব শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সুতরাং আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন তারই অনুসরণ করতে হবে; তা না হলে দ্বীনের মধ্যে তা-ই বিদ'আত হবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

ব্যাখ্যা:

সালাফে সালেহীনের বর্জনমূলক নীতির কায়দা ও উপায়ের ভিত্তি:

হুজাইফা ﵁ বলেন: রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ যা দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করেননি, তোমরা তার দ্বারা ইবাদত করো

১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৬১৪-৬১৫

না। কেননা প্রথম যুগের লোকেরা অন্যদের জন্য কোনো বিষয় অবশিষ্ট রেখে যাননি।

পাঠক মণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় করুন, আপনাদের পূর্ববর্তীদের পথ অবলম্বন করুন।[১]

ইমাম মালেক বিন আনাস ﵁ **বলেন:** "এ উম্মতের পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত পরবর্তী উম্মত কখনোই সংশোধন হবে না"।[২]

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সালাফে সালেহীনের বর্জনমূলক নীতির এ সূত্র ও নীতি কার্যত সমভাবে গ্রহণযোগ্য–যে নিয়ম-নীতি ও শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে এর পূর্বের কায়দা রাসূল ﷺ-এর বর্জন নীতিতে।

আম দলীল ও কিয়াসের ওপর বর্জনীয় সুন্নাত এবং সুন্নাতের খাস দলীল অগ্রগণ্য:

রাসূল ﷺ ও সালাফে সালেহীনের উক্ত উভয় কায়দাভিত্তিক বর্জনীয় সুন্নাতের খাস দলীলের, আম দলীল ও কিয়াসের ওপর রয়েছে অগ্রাধিকার:

উদাহরণ: রাসূল ﷺ-এর দুই ঈদের আযান বর্জন করা। অথচ তাঁর যুগেও ঈদের আযানের প্রয়োজনিয়তা ছিল। কেননা আযানের মাধ্যমে তো আল্লাহর জিকিরই প্রতিষ্ঠিত হতো ও

১. এ ধরণের বর্ণনাই এসেছে সহীহ আল বুখারী ১৩/২৫০-৭২৮২ নং এ।

২. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৭১৮

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের মত ঈদের জন্যেও মানুষকে আহ্বান করা হতো।

সুতরাং এ বর্জনটি, এমনি এক খাস (সুনির্দিষ্ট) দলীল যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেই সমস্ত আম দলীলের ওপর যা প্রমাণ বহণ করে জিকিরের ফজীলতের।

যেমন আল্লাহ আয়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর।[১]

আযান ইবাদতটি এমন জিকিরের অন্তর্ভুক্ত যা এই আয়াতের দলীলের অধিনেও রয়েছে। অনুরূপ আযানের ফজীলতের আম দলীলও রয়েছে।

অনুরূপ এ আযান বর্জনটি কিয়াসের ওপরেও অগ্রাধিকার পাবে। আর তা হলো, জুমু‘আর আযানের ওপর দুই ঈদের আজানকে কিয়াস করা।

অনুরূপ (কাবার) বিপরীত দুই কর্ণার স্পর্শকে বর্জন এবং সায়ী শেষে মারওয়াতে দুই রাকাত নামায আদায় বর্জন করা।

---

১. সূরা আল আহযাব ৩৩: ৪১

ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: ... এ ধরনের বর্জন খাস সুন্নাত, প্রত্যেক আম দলীল ও কিয়াসের ওপর তার অগ্রাধিকার রয়েছে।[১]

তিনি আরো বলেন: “সুন্নাতে রাতেবাহ-মুয়াক্কাদাহ বর্জন করা একটি সুন্নাত; যেমন রাতেবাহ-মুয়াক্কাদাহ আদায় করা সুন্নাত।”[২]

অতএব, চলমান মূলনীতিটি হলো: শরীয়ত প্রবর্তিত চলমান যামানায় যার কল্যাণ-স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, অথচ তা পালন করা হয়নি, তারপরও যদি তা পালন করা হয়, তবে তা আবিষ্কৃত বিদ‘আত।[৩]

এমনটিই প্রমাণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি, যখন তিনি কতিপয় লোককে দেখেন, তারা কঙ্কর দ্বারা তসবীহ জপছেন: “তাঁর কসম যাঁর হতে আমার আত্মা, মনে হচ্ছে তোমরা এমন এক মিল্লাত, যারা মুহাম্মাদের মিল্লাত হতে অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত, নাকি তোমরা গুমরাহের দরোজা উন্মুক্তকারী।[৪]

১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৫৯৭
২. মাজমূউল ফাতাওয়া: ২৬/১৭১-১৭২
৩. আল ইতিসাম: ১/৩৬৩-৩৬৪
৪. আদ্ দারেমী: ১/৬৮.শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন: ২০০৫

বিদ‘আত চেনার উপায় (৫)

ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতি বিরোধী যত ইবাদত রয়েছে সবই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।[১]

ব্যাখ্যা: সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো, ইসলামী শরীয়ত প্রবৃত্তি পূজারী বিদ‘আতীদের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য হতে অবশ্যই মুক্ত। এই দ্বীনের প্রত্যেক হুকুম-আহকাম সুনির্ধারিত নিয়মের আওতায় চলমান এবং তা কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই মৌলিক চূড়ান্ত মূলনীতির অধীন। এজন্য এ শরীয়তের মাঝে তার মূলনীতি, কায়েদা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য বিরোধী কোনো ইবাদত অনুপ্রবেশ করবে, এমন চিন্তাও করা যায় না। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

উদাহরণ:

ক) দুই ঈদের জন্য আযান: কোনো নফল ইবাদতের জন্য আযান শরীয়তসম্মত নয়; বরং নামাযের জন্য ডাকা একমাত্র ফরজের জন্যই খাস (নির্দিষ্ট)।[২]

খ) সলাতুর রাগাইব: এ নামাযটি রজব মাসের প্রথম জুমু‘আর মাগরিব ও এশার মাঝে এক অভিনব পদ্ধতিতে ১২

---

১. আল ইতিসাম: ২/১৯-২০

২. আল ইতিসাম: ২/১৮-১৯

রাকাত আদায় করা হয়। (অনুরূপ সলাতুর রাগাইব নামে শবে বরাতেও একশত রাকাত নামায আদায় করা হয়ে থাকে।)

এ নামায শরীয়তের মৌলিক নীতির সাথে বিভিন্ন কারণে সাংঘর্ষিক: যেমন, রাসূল ﷺ খাস করে জুমু'আর রাতে ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন: "রাতসমূহের মধ্যে তোমরা জুমু'আর রাতকে ইবাদতের জন্য খাস করে নিও না।"[১]

বিদ'আত চেনার উপায় (৬)

ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই, এমন তরীকায় যত প্রথা ও আচরণ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হবে–সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।[২]

উদাহরণ:

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন ও সওয়াবের আশায় ভান ও ভাব ধরে দীর্ঘ সময় চুপ থাকা, কোনো বিশেষ খাদ্য বা আমিষ গ্রহণ না করা, যেমন গোশ্‌ত না খাওয়া, পানি গ্রহণ না করা, ইচ্ছা করে ছায়া গ্রহণ না করে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি কাজসমূহ সুস্পষ্ট বিদ'আত।[৩]

---

১. সহীহ মুসলিম: ৮/১৮
২. আল ইতিসাম: ২/৭৯-৮২
৩. মাজমূউল ফাতাওয়া: ১১/২০০

ব্যাখ্যা:
এ সূত্রটি (কায়দা) আদত বা রীতি-প্রথা ও আচরণগত বিষয়ের সাথে খাস (সম্পৃক্ত)। অতএব যদি এমন কিছু দ্বারা কোনো ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য গ্রহণ করা হয়, তবে এক্ষেত্রে দুভাবে তা আবিষ্কৃত বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে: মূলগত ও গুণগতভাবে। এ দ্বারা বুঝা যায়, কায়েদাটির ভিত্তিতে উক্ত উদাহরণগুলো প্রকৃত বিদ‘আতের পর্যায়ের, যেহেতু তার কোনো দলীল নেই।

তবে হ্যাঁ নিয়তের ভিত্তিতে এমনও পর্যায় রয়েছে, কখনো কখনো প্রথা, রীতিগত ও আচরণগত আমলও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; তখন তা বিদ‘আত হবে না। অবশ্য এমনটি তখন হবে, যখন আমলটিতে সঠিক নিয়ত যুক্ত হবে এবং তা হবে সৎ আমলের একটি অসীলা এবং তার সহযোগী।

এর দৃষ্টান্ত হলো: রাসূল ﷺ-এর উক্তি:
“আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে তুমি যা খরচ করবে, তার তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে; এমনকি তুমি যদি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দাও তাতেও”।[১]

শুধুমাত্র এ দিক দিয়েই কোনো প্রথা ও আচরণগত আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সঠিক হবে। এ জন্যই

১. আল বুখারী: ৪৪০৯

কায়েদাটিতে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য যদি শরীয়ত গ্রহণযোগ্য তরীকা বহির্ভূত হয় তবেই তা বিদ'আত হবে।

মূল কথা: সরাসরি রীতি, প্রথা বা আচরণকে ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায় গণ্য করা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য না। বরং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে, ফরজ ও সুন্নাত আমল পালনের মাধ্যমেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: যে ব্যক্তি ফরজ ও সুন্নাত আমল ব্যতীত কোনো আমল করে মনে করে যে, এটি ফরজ বা সুন্নাত, তবে সে দ্বীনের ইমামদের ঐকমত্যে একজন পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতে হাসানা নয় বরং নিকৃষ্ট বিদ'আতের বিদ'আতী; কেননা ফরজ ও সুন্নাত আমল ব্যতীত অন্য কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর ইবাদত জায়েয নয়।[১]

বিদ'আত চেনার উপায় (৭)

আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, এমন আমল দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।[২]

উদাহরণ: গান-বাজনা বা নাচা-নাচি দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।[১]

১. দেখুন: মাজমূউল ফাতাওয়া: ১/১৬০
২. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম: ১/১৭৮

ব্যাখ্যা: যেহেতু একমাত্র ফরজ ও সুন্নাত আমল দ্বারাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন শুদ্ধ হয়, সাধারণত জায়েয ও প্রথাগত আমল দ্বারা শুদ্ধ নয়, তবে তো গুনাহ ও হারাম আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম শাত্বেবী ﷺ বলেন: যে ইবাদতের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি পালন করা ইবাদত হতে পারে না; সেটি যদি ইবাদত হতো তবে তা নিষেধ করা হতো না। যে তা পালন করবে সে শরীয়ত বহির্ভূত আমলকারী হবে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কেউ এটিকে ইবাদত মনে করে, তবে সে বিদ'আতী।[২]

বিদ'আত চেনার উপায় (৮)

শরীয়তে যেসব ইবাদত যে নির্ধারিত রূপ-পদ্ধতিতে এসেছে, তা পরিবর্তন করা বিদ'আত।[৩]

এ কায়েদার অধীনে নিম্নের চিত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত:

১. **সময় পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, জ্বিলহজ্ব মাসের শুরুতে কুরবানী করা।
২. **স্থান পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, মসজিদ ছেড়ে অন্যস্থানে ইতিকাফ করা।

---

১. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৩/৪২৭
২. দেখুন: আল ইতিসাম: ২/৩৪
৩. আল-বায়িস: ২৮-২৯ ও আল ইতিসাম: ২/২৬

৩. **শ্রেণীগত পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করা।
৪. **পরিমাণগত পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, ফজরের নামায চার রাক'আত আদায় করা।
৫. **পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, ওজু করার সময় আগে দুই পা, তারপর দুই হাত, তারপর মাথা তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করা।
৬. **কারণগত পরিবর্তন করে বিরোধিতা:** যেমন, ২৭ রজব মেরাজের ঘটনা ঘটেছে এমন মনে করে, এ কারণে খাস করে রাত্রি জেগে ইবাদত করা। অথচ প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের ইবাদত করা সুন্নাত।[১]

বিদ'আত চেনার উপায় (৯)

শরীয়তে যেসব ইবাদত 'আম (ব্যাপক) দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত, সে 'আম ইবাদতগুলোকে কোনো স্থান, সময় বা এমন কোনোভাবে খাস করে নেয়া, যাতে দলীলছাড়াই মনে করে নেয়া হয় যে, এটিই শরীয়তের উদ্দেশ্য; তবে তা বিদ'আত গণ্য হবে।[২]

ব্যাখ্যা: কায়েদাটি মূলের দিক দিয়ে ইবাদতের জন্য খাস, তবে তার গুণগত দিক দিয়ে নব আবিষ্কৃত। কেননা এখানে আম-ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার বিরোধিতা রয়েছে।

১. আল ইবদা ফী কামালেশ শারয়ে ওয়া খাতারুল ইবতিদা: ২০-২৩
২. আল বায়িস: ৪৭-৫৪ ও আল ইতিসাম: ১/২২৯-২৩১, ২৫২, ৩৪৫, ৩৪৬

মূলকথা: ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা রয়েছে, এমন ইবাদতকে কোনো সময় বা কোনো স্থান বা কোনো গুণ বা কোনো নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাস করে নেয়া। যেমন: রোজার সঠিক দলীল ভিত্তিক নির্ধারিত দিনগুলো (যেমন: বৃহস্পতিবার ও সোমবার দিন) ব্যতীত অন্য কোনো দিনকে নতুনভাবে খাস করে নেয়া (যেমন: বুধবার)।

বিদ'আত চেনার উপায় (১০)

যেসব ইবাদত শরীয়তে বিধিবদ্ধ তা থেকে অধিক মাত্রায় পালনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন এবং তাতে কঠোরতা প্রয়োগ করা বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে।[১]

উদাহরণ:

১. ঘুম বাদ দিয়ে সারা রাত জেগে ইবাদত, পুরো বছর প্রতিদিন রোজা রাখা এবং বিবাহ ছেড়ে দিয়ে নারীদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এ সবের বর্ণনা তিন ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঘটনায় রয়েছে, যা একটু পরে আসবে।

২. বড় বড় পাথর দিয়ে হজ্বে এই মর্মে কংকর নিক্ষেপ করা যে, এর দ্বারা ছোট কংকরের চেয়ে উদ্দেশ্য বেশি সফল হবে।[১]

১. মাজমূউল ফাতাওয়া: ১০/৩৯২ ও আল ইতিসাম: ২/১৩৫

৩. ওজু ও গোসলের মধ্যে ওয়াসওসা-সন্দেহবশত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করা।[২]

এ কায়েদার ভিত্তি:

তিন ব্যক্তির ঘটনা: আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: তিন বক্তি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে এসে রাসূল ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যখন তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো, তারা সে ইবাদতগুলোকে কম মনে করলো, তারপর তারা বললো: রাসূল ﷺ-এর তুলনায় আমরা কোথায়? আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

তাদের একজন বললো: আমি সারা রাত জেগে নামায আদায় করব।

অন্যজন বললো: আমি সারা বছর রোজা রাখব, কখনো রোজা ছাড়ব না।

তৃতীয়জন বললো: নারীদের সংস্পর্শ থেকে আমি বিরত থাকব, কখনো বিবাহ করব না।

---

১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/২৮৮-২৮৯

২. আল আমর বিল ইত্তিবা: ২৯১

এরপর রাসূল ﷺ আগমন করলেন এবং বললেন: তোমরাই কি তারা যারা এমন এমন বলেছ? দেখ, আমি সেই ব্যক্তি যিনি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিকতর ভয় করি এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা বেশি মুত্তাকী, তবুও আমি রোজা রাখি ও ছাড়ি, নামায আদায় করি ও ঘুমাই, নারীদেরকে বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার তরীকা লঙ্ঘন করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়, দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমটি হলো ইবাদতসমূহে বাড়াবাড়ি: যে ইবাদত ফরজ নয় সুন্নাতও নয়, অথচ তাকে ফরজ ও সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া, যেমন সারা বছর রোজা রাখা।

দ্বিতীয় দিক হলো উত্তম ও বৈধ বিষয়সমূহে বাড়াবাড়ি: যা হারাম নয় মাকরূহও নয় অথচ তাকে নিজের উপরে হারাম ও মাকরূহ করে নেওয়া। যেমন, বিবাহ বর্জন করা।[২]

সতর্কীকরণ: মূলত দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও কঠোরতা খ্রিস্টানদের তরীকা ও তাদের গুমরাহীর কারণ। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদেরকেই সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করেন, যেমন আল্লাহর বাণী:

---

১. আল বুখারী: ৫০৬৩

২. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/২৮৩

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

"হে আহলে কিতাব তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না।[১]

বিদ'আত চেনার তিনটি মূলনীতির দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে গৃহীত উপায় ও সূত্রাবলী

বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় মূলনীতি

দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত ও সাব্যস্ত তরীকা থেকে বের হওয়া

আমাদের দ্বীনে শরীয়তের সুনির্ধারিত হুকুম পদ্ধতি রয়েছে, যার দিকে প্রত্যাবর্তন ও তার নিয়ম-কানূনের আনুগত্য এবং বশ্যতা স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত নিয়ম-কানূনের বশ্যতা ও আনুগত্য করবে, সে অবশ্য বিদ'আত করবে।

ইমাম শাত্বেবী ﵀ বলেন: (যেমন হাদীসে এসেছে) "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারিত শরীয়তের বিধান ব্যতীত কোনো বিধান নেই।"[১]

১. সূরা নিসা: ১৭১, ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/২৮৯

কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে মূলত জাহিলিয়্যাতের বিধানকে প্রাধান্য দেয়, অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

অর্থাৎ “তারা কি জাহেলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?[২]

সুতরাং যে ব্যক্তিই উক্ত মূলনীতির দাবি হতে বের হবে অবশ্যই সে সুন্নাতের গণ্ডি হতে বেরিয়ে বিদ‘আতে এবং সরল পথ হতে বক্রতায় পতিত হবে।[৩]

অতএব সাব্যস্ত মূলনীতি হলো: দ্বীনি বিধান ও বশ্যতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি নতুন কোনো কিছু দ্বীনের মাঝে আবিষ্কার করবে, সে আল্লাহর দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এবং সে একজন বিদ‘আতী বলে গণ্য হবে। চাই সে বিষয় চিন্তা-চেতনা হোক, প্রথাগত হোক বা তা কোনো আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত হোক।

---

১. বুখারী: ২৩৭০
২. সূরা আল মায়েদাহ: ৫০
৩. আল ইতিসাম: ২/৪৮-৪৯

দ্বীনের নিয়ম-নীতি বহির্ভূত জীবনব্যবস্থা প্রবর্তনকারী বিদ‘আতী সাধারণত হয়ে থাকে: (১) নেতৃস্থানীয় (২) লোভী ও (৩) প্রবৃত্তি পুজারী।[1]

যেমন “আল আকীদাহ আত ত্বাহাভিয়া” কিতাবের ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইয্ আল হানাফী ﵀ বলেন:

(১) **জালেম শাসকগণ:** তাঁরা সাধারণত জুলুমের রাজনীতির দ্বারা শরীয়তের বিধানকে অভিযুক্ত করে আর তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং তাঁরা তাঁদের কল্পিত বিধানকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়।

(২) **ধর্মীয় মন্দ নেতাগণ:** মন্দ আলেম ওলামা, যাঁরা তাঁদের চিন্তা-চেতনা এবং ফাসেদ কিয়াসের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বিষয়কে হালাল, হালালকৃতকে হারাম, বাতিলকৃতকে সাব্যস্ত, সাব্যস্তকৃতকে বাতিল, খাসকৃতকে আম, আমকৃতকে খাস করে শরীয়ত হতে বাইরে অবস্থান করে চলেছে।

(৩) **পীর-ফকীর ও দরবেশগণ:** জাহেল সূফীগণ, যারা আপন মন-মর্জী, খেয়াল-খুশী ও ভ্রান্ত শয়তানী কাশফের মাধ্যমে ঈমান ও শরীয়তের বাস্তবতাকে অভিযুক্ত করে

১. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ: ৪৮-৪৯

এমন বিধান জারী করে, আল্লাহ যে বিধি-বিধানের অনুমতি দেননি। এমন কিছু চালু করে তারা আল্লাহ তাঁর রাসূলের ভাষায় বিধিবদ্ধ শরীয়তকে নষ্ট করে।”[১]

এই মূলনীতির দিক দিয়ে অবশ্যই এসব সর্বাবস্থায় বিদ‘আত সংঘটিত হবে, যদিও এতে বিদ‘আতকারীর উদ্দেশ্য তার বিদ‘আতী কর্ম দ্বারা শরীয়তের বিরোধীতা ও এর দ্বারা দ্বীনের নিয়ম বহির্ভূত ইবাদত করা উদ্দেশ্য না থাকে।

উল্লেখ্য: প্রথম মূলনীতিতে কোনো আমলকে শরীয়তের হুকুমের মধ্যে ঢুকিয়ে তার আনুগত্য করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বিদ‘আতকারী আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য করে, যার ফলে সে বিদ‘আতে পতিত হয়ে থাকে। কেননা, সে আল্লাহ তা‘আলা যা প্রবর্তন করেননি, তা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করে থাকে।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় মূলনীতিতে তার নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য থাকে না। বিদ‘আতী এখানে তার বিদ‘আতী আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য চায় না। সে শরীয়তের বিধানে কোনো আমল ঢুকিয়ে তার আনুগত্য করতেও চায় না; কিন্তু সে এ বিদ‘আতী আমল দ্বারা শরীয়তের হুকুম ও দ্বীনের নিয়ম

১. শারহুল আক্বীদাহ আত্বাহাভিয়াহ: ২২২

বহির্ভূত হয়ে যায়। সে এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য করুক বা না করুক।[১]

দ্বিতীয় মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত বিদ'আত চেনার উপায় আটটি:

আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য ও বশ্যতা প্রতিষ্ঠিতই হবে এই দ্বীনের (১) সঠিক উসূল-আক্বীদা ও (২) শরীয়তের সঠিক বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পনের ওপর।

প্রথমত: এই দ্বীনের সঠিক আক্বীদার প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ জরুরী: পক্ষান্তরে এর বিরোধিতায় বিভিন্ন ভ্রান্ত উসূল ও আক্বীদাহসমূহ সৃষ্টি হয়। আর এ ভ্রান্তির রয়েছে বিভিন্ন কারণ: (১) কুরআন ও হাদীসের দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক (২) সেগুলোতে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কোনো দলীল না থাকা। এর সাথে আরো একটি ভ্রান্তির কারণ মিলিত হয়: (৩) এই দ্বীনের উসূলগুলোকে ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্র পরিণত করা, যা প্রায় দ্বীনের ওপর অভিযোগ আরোপের দিকে নিয়ে যায়।

মূলত এই হলো দ্বিতীয় মূলনীতির গৃহীত দ্বীনের উসূল সম্পর্কিত তিনটি সূত্র।

---

১. আলজীযানীর আল কাওয়ায়েদ: ৪৯-৫০

দ্বিতীয়ত: এই দ্বীনের শরীয়তের সঠিক বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ জরুরী:

পক্ষান্তরে তার বিরোধিতায় সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ভ্রান্ত বিধি-বিধান। আর এ ভ্রান্তিরও রয়েছে বিভিন্ন কারণ:

(১) দ্বীনের কোনো নির্ধারিত সঠিক বিধান পরিবর্তন করা।

(২) আল্লাহর শরীয়তের বিধি-বিধানের ওপর কিছু বৃদ্ধি করা বা এই দ্বীনে ঘাটতি রয়েছে এমন বুঝিয়ে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের ওপর তা চাপিয়ে আমল করতে বাধ্য করা। এই হলো এ মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত দ্বীনের শরীয়তের সঠিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিদ'আত চেনার দুইটি উপায় ও কায়েদা। এ দুটি ও পূর্বের তিনটি মিলে হলো পাঁচটি উপায়।

তৃতীয়ত: এই দ্বীনের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবী হলো দ্বীনের শত্রুদের সাদৃশ্যতা বর্জন করা: অথচ এ দাবীর বিরোধিতায় কাফেরদের সাথে বিভিন্নরূপে সাদৃশ্যতা পোষণ করা হয়। এরই ভিত্তিতে বিদ'আত চেনার তিনটি উপায় গৃহীত হয়:

(১) কাফেরদের উপাসনাগত ও প্রথাগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যতা।

(২) তাদের বৈশিষ্ট্যগত না হলেও তাদের আবিষ্কৃত নীতির সাদৃশ্যতা। কাফেরদের সাদৃশ্যতার সাথে আরো একটি যুক্ত হবে। তা হলো:

(৩) জাহিলিয়াতের কর্মকাণ্ডের কোনো কিছু আমদানি করা।

এই হলো বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত বিদ'আত চেনার আটটি উপায়।[১]

দ্বিতীয় মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত, বিদ'আত চেনার আটটি উপায়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

বিদ'আত চেনার উপায় (১১)

যেসব আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য।[২]

১১নং উপায়ের ব্যাখ্যা : **এ উপায়টি আক্বীদা, মতবাদ এবং দ্বীন ইসলামের নামে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর জন্য খাস। সুতরাং নাস্তিক, কাফেরদের মতবাদ ও জ্ঞান বিজ্ঞান এ কায়েদার অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তা দ্বীন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ কায়েদার বর্ণনা দ্বীনের**

১. আলজীযানীর আল কাওয়ায়েদ: ১২৫-১২৬

২. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন: ১/৬৭ ও আল ইতিসাম: ১/১০১

এক মহা নীতি জানার সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো : ওহীর উপর পরিপূর্ণ সোপর্দ করা এবং তার উপর কোন অভিযোগ দায়ের না করা।[১]

এ নীতির অধিনে রয়েছে, তিনটি রূপ:

কায়েদাটির প্রথম রূপ:

নিজস্ব মত (রায়)-কে আসল ও অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন-হাদীসের দলীলসমূহকে তার ওপর পেশ করা, যা তার উপযোগী তা গ্রহণ করা, যা তার বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা। আর এটি হলো, তাফবীজ-সোপর্দকরণ বা তা'বীল-অপব্যাখ্যাকরণ বা ত্বা'তীল-অকেজোকরণ নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২]

ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: "সালাফে সালেহীনের কেউ কোনো যুক্তি বা কিয়াসের সাথে কুরআনের সাংঘর্ষিকতাকে হালাল মনে করতেন না।[৩]

ইবনু আবিল ইয্ আল হানাফী ﵀ বলেন: "বিদ'আতীদের প্রত্যেক গ্রুপই তাদের বিদ'আতের ওপর কুরআন-হাদীসের দলীলসমূহকে পেশ করে, তারপর তাদের ধারণা মতে যখন যা যুক্তিসম্মত ও তার উপযোগী হয় তখন বলে: এটিই হলো অকাট্য, সেটি তারা তখন গ্রহণ করে এবং তা দ্বারা হুজ্জত

---

১. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ :১৩২ পৃ
২. আলজীযানীর আল কাওয়ায়েদ: ১২৭
৩. আল ইস্তিকামাহ: ১/২৩

কায়েম করে। আর যখন তার বিরোধী হয়, তখন বলে: এটি আসলে মুতাশাবেহ-সংশয়পূর্ণ; তারপর সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা তাদের এ প্রত্যাখ্যানকে নাম দেয় তাফ’বীজ-সোপর্দকরণ অথবা সেটিকে বিকৃতি ঘটায় আর এই বিকৃতির নাম দেয় তা’বীল-ব্যাখ্যা। এজন্যই আহলুস সুন্নাহর প্রতিবাদও তাদের বিরুদ্ধে কঠিনতর হয়।”[১]

কুরআন ও সুন্নাহের দলীল বিরোধী রায়ের দুটি দিকঃ

কুরআন ও সুন্নাহর দলীল বিরোধী রায় কখনো আক্বীদাহ-উসূলুদ দ্বীনের ক্ষেত্রে হয়, আবার কখনো উসূলুল ফিকহ ও তার কায়েদা এবং শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রথম দিক: আক্বীদার ক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত বিদ‘আত। যেমন জাহ্‌মিয়াহ ও অন্যান্য আহলে কালামের রায়। তারা এমন জাতি, যারা তাদের কিয়াস ও রায়সমূহকে কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে।[২]

১. শারহুল আকীদাহ আত ত্বাহাভীয়াহ: ৩৯৯
২. ইলামূল মুয়াক্কিয়ীন: ১/৬৮

উদাহরণ:

ইমাম যাহাবী رحمه الله বলেন: (ওসবের মধ্যে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ ঘটে তা হলো, খারেজীদের বিদ‘আত। এমনকি তাদের প্রথম জন রাসূল ﷺ-কে বলে: “ইনসাফ করুন”।)[১]

তিনি আরো বলেন: (তারপর পাওয়া গেল আল্লাহর (আক্বীদার) ক্ষেত্রে জাহ্‌মিয়াহ ও আহলে কালামের বিদ‘আত। তারা আল্লাহর কালাম ও আল্লাহ কর্তৃক অন্যকে মুহাব্বত করা অস্বীকার করলো। আরো অস্বীকার করলো, মূসার সাথে আল্লাহর কালাম ও ইবরাহীমকে খলীল বানিয়ে নেয়া, অস্বীকার করলো আল্লাহর আরশের ওপর ওঠা। আর এসব দলীল বিরোধী আক্বীদাহ।)[২]

আরো উদাহরণ যেমন:

কোনো কোনো ফিরকার হাদীস প্রথ্যাখ্যানের নমুনা: “যেসব হাদীস তাদের স্বার্থ ও মাযহাবের উপযোগী না হয় সেসবের ক্ষেত্রে তারা দাবী করে যে, এসব বিবেক বিরোধী; অতএব এগুলো দলীলসম্মত হলেও চলবে না। তাই এগুলো প্রত্যাখ্যান করা জরুরী: যেমন, কবরের আযাব, পুলসিরাত, মীযান ও আখেরাতে আল্লাহর দর্শন। মাছির হাদীস: এক ডানাতে রোগ অন্য ডানাতে আরোগ্য... এ ধরণের বহু

১. আল বুখারী: ৩৬১০
২. বিস্তারিত: যাহাবীর “আত তামাসসুক বিস সুনান”: ১০১-১০৪

ন্যায়পরায়ন বর্ণনাকারীর বর্ণিত সহীহ হাদীস তারা প্রত্যাখ্যান করে থাকে।"[১]

দ্বিতীয় দিক: ফিকহ ও উসূলে ফিকহের নতুন কায়েদা ও নিয়ম-সূত্র বানিয়ে তার উপর ওহীর দলীলসমূহকে অর্পণ করা:

উদাহরণ:

ক) শুধু কুরআন মানার নাম দিয়ে সুন্নাতের ওপর আমল পুরোপুরি অস্বীকার করা।[২]

খ) খবরে ওয়াহেদ হাদীসের ওপর আমল বর্জন করা।[৩]

এ বিষয়ে শাত্বেবী ﷺ বলেন: এসব শুধু তারা করে থাকে, যারা তাদের মাজহাবের বিরোধীতা করে তাদের প্রতিবাদের জন্য।

কখনো তারা ইমামদের ফতওয়াসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জনসাধারণের সামনে ঘৃণা প্রকাশ করে, যেন জাতিকে সুন্নাত ও সুন্নাতের অনুসারীদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।[৪]

কায়েদাটির দ্বিতীয় রূপ:

ইলেম ছাড়াই আল্লাহর দ্বীনের ফতওয়া দেয়া:

১. আল ই'তিসাম: ১/২৩১
২. আল ই'তিসাম: ১/১০৯-১১০
৩. আল ই'তিসাম: ১/১০৯
৪. আল ই'তিসাম: ১/২৩১-২৩২

শাত্বেবী বলেন: যারাই কোনো নির্ভরযোগ্য গবেষক নয় এমন ব্যক্তির তাকলীদের ওপর ভরসা করলো বা অনির্ভরযোগ্য মতের দিকে রুজূ করলো, তারাই ইসলামের গণ্ডিমুক্ত এবং তারা শরীয়তের নীতি বহির্ভূত দলীল গ্রহণ করলো। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে এসব থেকে মুক্ত রাখুন।

আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এ পদ্ধতির ফতওয়া সম্পূর্ণরূপে নবআবিষ্কৃত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ দ্বীনের মধ্যে বিবেকপ্রসূত বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।[১]

তিনি আরো বলেন: মতের মধ্যে ইলমবিহীন রায়ের অতিরঞ্জন বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত বা বিদ'আতের একটি কারণ।

আর এটিই বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ তাঁর জবানে:

«حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

"এমনকি যখন একজনও আলেম থাকবে না, মানুষেরা তখন জাহেলদেরকে প্রধান বানিয়ে নিবে; তারপর তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, আর তারা ইলমবিহীন ফতওয়া দিবে, যার ফলে তারা নিজে গুমরাহ হবে এবং অন্যকে গুমরাহ করবে"।[২]

১. আল ই'তিসাম: ২/১৭৯
২. বুখারী: ১০০

নিশ্চয়ই এখানে তাদের গুমরাহীর কারণ হলো, তারা রায়-বিবেক দ্বারা ফতওয়া দিবে, যেহেতু তদের ইলম নেই।[১]

কায়েদাটির তৃতীয় রূপ:

ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই বিবেক খাটানো এবং কল্পনাপ্রসূত রহস্যময় অবাস্তব বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত হওয়া। এক্ষেত্রে ব্যস্ত হওয়ার ফলে সুন্নাত বর্জিত ও অকেজো হয়ে যায় এবং এটি সুন্নাত ভুলিয়ে দেয়ার ওসীলাও বটে।[২]

এ কায়েদাটি সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ইমামদের উক্তি:

ইমাম শাফিঈ ﷬ বলেন: বিদ‘আত হলো, যা কুরআন বা সুন্নাহ বা কোনো সাহাবীর আসার (আমলের) বিরোধী।"[৩]

ইবনে তাইমিয়াহ ﷬ বলেন: যা কিছুই দলীল বিরোধী মুসলিমদের ঐকমত্যে তা-ই বিদ‘আত।"[৪]

ইমাম শাত্বেবী বলেন: যে রায় বা কিয়াস সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক তাই বিদ‘আত ও গুমরাহী।"[১]

---

১. আল ই'তিসাম: ২/৮১
২. আল ই'তিসাম: ১/১০৩-১০৪ ও ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন: ১/৬৯
৩. ঈলামুল মুয়াক্বিয়ীন: ১/৮০
৪. মাজমূ ফাতাওয়া: ২০/১৬৩

বিদ‘আত চেনার উপায় (১২)

আক্বীদাগত কোনো বিষয়, যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না, সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে কোনো আমলও নেই, তবে তাই বিদ‘আত।[২]

ব্যাখ্যা: কায়েদাটি এমন আকীদা বিষয়ের সাথে খাস, যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো দলীল আসেনি। অতএব সাহাবা ও তাবেঈগণ এমন বিষয়ের আলোচনা বর্জনে একমত।

উক্ত কায়দা ও উপায়টির অধীনে রয়েছে:

১. ইলমুল কালাম: (ধর্মতত্ত্ব: THEOLOGY)

ইলমে কালাম দ্বারা ওই ধর্মতত্ত্ব বা শাস্ত্রকে বুঝায়, সালাফে সালেহীনের ইমামগণ যে ব্যাপারে সমালোচনা করেন এবং যা অনুসন্ধান ও চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। মূলত দ্বীনের মধ্যে এমন কালাম, যা নবীদের তরীকা বহির্ভূত কাজ।

অতএব ইলমে কালামের পরিচয় হলো: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমূখ হয়ে যুক্তি ও বিতর্কিত পন্থায় আক্বীদাহর বিষয়কে সাব্যস্ত করা।[৩]

১. আল ইতিসাম: ২/৩৩৫
২. দারউদ তা‘আরুদ: ১/২৪৪
৩. মাজমূউল ফাতাওয়া: ১১/৩৩৫-৩৩৬

ইবনে আব্দুল বার ﷬ ইলমে কালামের অনুসারীগণের বিদ'আতী হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ইজমার বর্ণনা দিয়ে বলেন: প্রত্যেক স্থানের আহলে সুন্নাত ওয়াল ফিকহ ইলমে কালামের অনুসারীগণের বিদ'আতী হওয়ার ব্যাপারে ইজমা-ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, তারা আহলে বিদ'আত ও গুমরাহ। সকল অঞ্চলের প্রত্যেকেই তাদেরকে আলেমদের স্তরে গণ্য করতেন না। মূলত আলেম হলেন যাঁরা সুন্নাত ওয়ালা ও সুন্নতের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং এরই দৃঢ় বুঝ ও প্রবল দক্ষতার ভিত্তিতে তাঁরা পরস্পর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ফজীলতপ্রাপ্ত।[১]

ইমাম মালেক ﷬ বলেন: কালামশাস্ত্র যদি (শরীয়তের) ইলমের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে অবশ্যই এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ বলতেন, যেমন তাঁরা শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে বলে গেছেন। কিন্তু তা যেহেতু বাতিল, অতএব তা বাতিলের প্রতিই আহ্বান করে।[২]

অতএব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বহির্ভূত ইলমে কালাম দ্বারা যা সাব্যস্ত তা-ই বিদ'আত।

২. সূফীবাদের চার তরীকা:

সূফীবাদের অবস্থা হলো: "এমন এমন অনেক বিষয় তারা

১. জামেউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাজলিহ: ২/৯৪২

২. আল আমরু বিল ইত্তিবা: ৭০

(শরীয়তের নামে) ভালো মনে করে, যা কুরআনেও আসেনি এবং সুন্নাতেও আসেনি। এ ধরনের কোনো কর্ম সালাফে সালেহীনের আদর্শেও নেই, কিন্তু তারা তাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী করতে থাকবে এবং এর ওপর অটল থাকবে। এগুলোকেই তারা তরীকা হিসেবে বিধিবদ্ধ করে নিবে এবং এমন সুন্নাত বানিয়ে নিবে যা থেকে তারা পিছ পা হবে না, বরং কখনো কখনো তাকে তারা ওয়াজিব বানিয়ে নেয়।[১]

৩. পুরোপুরি সাব্যস্ত বা নাকচের ক্ষেত্রে মুজমাল-সংশয়পূর্ণ অস্পষ্ট শব্দমালার ব্যাখ্যার সম্মুখীন হওয়া।

যেমন আল্লাহর শানে "দিক" ও "দেহ" শব্দ ব্যবহার:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: "সালাফে সালেহীনের কেউ আল্লাহর দেহ বা শরীরের ব্যাপারে জবান খুলেননি, নাকচও করেননি এবং সাব্যস্তও করেননি, না জাওহার না নিশ্চল-গতিহীন ইত্যাদি বলেছেন; কেননা এগুলো হলো সব সংক্ষিপ্ত সংকুচিত শব্দমালা, একেবারে সাব্যস্তযোগ্যও নয় এবং একেবারে বাতিলযোগ্যও নয়, বরং এসব নব আবিষ্কৃত কথা, যা সালাফে সলেহীনের ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।"[২]

১. আল ইতিসাম: ১/২১২

২. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৩/৮১

মুজমাল-সংক্ষিপ্ত সংকুচিত শব্দমালার ব্যাপারে সালাফে সলেহীনের নীতি

ইবনু আবিল ইয্ আল হানাফী ﵀ বলেন: “নাকচ ও স্বীকৃতিমূলক যে শব্দমালা কুরআন ও হাদীসে এসেছে সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে: যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাব্যস্ত করেন আমরা সেগুলোর শব্দ ও মর্মকে সাব্যস্ত করবো, অনুরূপ যে শব্দমালা ও মর্ম কুরআন ও হাদীসের দলীল নাকচ করেছে তা আমরা নাকচ করবো।

পক্ষান্তরে যে শব্দমালার নাকচ বা সাব্যস্তের ব্যাপারে কোনো দলীল আসেনি, সেগুলোর প্রয়োগ ততক্ষণ করা যাবে না, যতক্ষন না বক্তার উদ্দেশ্য বুঝা যাবে: তার উদ্দেশ্য যদি দলীলভিত্তিক হয় এবং সঠিক মর্ম বুঝা যায় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।[১]

এ কায়েদাটি সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ইমামদের উক্তি:

প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ বিন যুবাইর ﵀ বলেন: “বাদরী সাহাবীগণ যা চেনেন না তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।[২]

ইমাম মালেক ﵀ বলেন: “তোমরা নিজেদেরকে বিদ‘আত থেকে রক্ষা করো। বলা হলো: ওহে আবু আব্দুল্লাহ! বিদ‘আত

১. শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বাহাবিয়াহ: ২৩৯
২. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৪/৫

কী? তিনি বলেন: আহলে বিদ'আত তো তারাই যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, আল্লাহর কালাম, ইলম ও কুদরত সম্পর্কে অবান্তর কথা বলে এবং সাহাবা ও তাঁদের উত্তম তাবেয়ীগণ যে সম্পর্কে চুপ ছিলেন সে সম্পর্কে যারা চুপ থাকে না”[১]

ইমাম শাফেঈ বলেন: দ্বীনের কোনো বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিবশত এমন কথা বললো, অথচ এ বিষয়ে অনুসরণীয় তার পূর্বের কোনো ইমাম নেই, না নবী ﷺ, না তাঁর কোনো সাহাবী–তবে সে অবশ্যই ইসলামের মধ্যে একটি বিদ'আত আবিষ্কার করলো।”[২]

বিদ'আত চেনার উপায় (১৩)

দ্বীনের ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ ও অসার বিতর্ক করাও এক ধরনের বিদ'আত।[৩]

ব্যাখ্যা: এ কায়েদাটি বিশেষ করে আক্বীদাহ ও দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ঝগড়া, বিবাদ ও অসার বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; ফিকহ ও সাধারণ মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে নয়।

১. শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী: ১/২১৭
২. সূনুল মানতিক ওয়াল কালাম: ৫৭
৩. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ ১৪১ পৃষ্ঠা।

নীতিটির অধীনে রয়েছে:

১. মুতাশাবিহ-সংশয়পূর্ণ শব্দমালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ: উদাহরণ:

ইমাম মালেক ﵀ সম্পর্কে বর্ণিত, একবার তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো: হে আবু আব্দুল্লাহ! الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ”পরম করুনাময় আরশের উপর উঠেছেন”।[১] কিভাবে তিনি উঠেছেন? তখন তিনি বলেন: তিনি কিভাবে উঠেছেন, বিষয়টি অজানা। তবে তিনি যে উপরে উঠেছেন তা জ্ঞাত বিষয়, এর ওপর ঈমান আনা ফরজ, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ‘আত। আমি আশঙ্কা করছি, তুমি একজন পথভ্রষ্ট; তারপর তিনি তাকে বের করে দেয়ার হুকুম দিলেন”[২]

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: “কেননা এটি এমন একটি প্রশ্ন, মানুষ এ সম্পর্কে জানে না, অতএব মানুষের পক্ষে এর জবাব দেয়া সম্ভব নয়”।[৩]

তিনি আরো বলেন: আল্লাহর আরশের উপরে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেক ﵀-এর প্রশ্নের জবাবটি আল্লাহর যাবতীয় সিফত-গুণাবলীর ক্ষেত্রে তৃপ্তিদায়ক ও যথেষ্ট।

---

১. সূরা ত্বাহা ২০: ৫

২. ফাতহুল বারী: ১৩/৪০৬-৪০৭

৩. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৩/৩৫

যেমন: আল্লাহর নিম্ন আকাশে অবতরণ, তাঁর আগমণ, তাঁর হাত, তাঁর মুখমণ্ডল ইত্যাদি”।[১]

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায়: আল্লাহর নামসমূহ, সিফত ও কর্মসমূহ, (কেমন-কিভাবে) রকম ও ধরনের দিক দিয়ে এমন মুতাশাবিহ-সংশয় ও সংকোচনের অন্তর্ভুক্ত, যার ওপর ঈমান আনা এবং সে ব্যাপারে অন্বেষণ করা হতে বিরত থাকা ফরজ।

২. কুরআন ও সুন্নাহয় নেই, এমন সমস্যা ও বিষয়ের অনুসন্ধান এবং সে বিষয়ে মুসলিমদের যাচাই বাছাই করা:

এর উদাহরণ হলো:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এদিকে ইশারা করে বলেন: “এ ব্যাপারে থেমে যাওয়াই জরুরী, ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার ব্যাপারে বিমুখ হওয়া উচিত, তার ব্যাপারে মুসলিমদের পরীক্ষায় না ফেলা। এমনটি বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি বিরোধী। কেননা এ ব্যাপারে জাহেলদের এক শ্রেণী মনে করে, ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়াহ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি বড় সজ্জনদের একজন, ন্যায়পরায়ন একজন ইমাম, অথচ এটি সুস্পষ্ট ভুল”।[২]

---

১. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৪/৪

২. মাজমূউল ফাতাওয়া: ৩/৪১৪

৩. পক্ষপাতিত্ব ও এমন গোঁড়ামি যা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে এবং এর ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা গড়ে তোলা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা ব্যতীত কারো কথার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা স্থাপন করা যাবে না। তার ওপর কোনো ঐক্যও গড়া যাবে না। বরং এসব এমন আহলে বিদ‘আতের নীতি, যারা তা কোনো ব্যক্তি বা কারো মতামতকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে ও তার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব বজায় রাখে বা এই সম্পৃক্তার কারণে অন্যের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করে”।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন, মুয়াবিয়াহ বিন আবু সুফিয়ান হতে বর্ণিত আছে: তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁-কে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি আলীর ﵁ মিল্লাতের নাকি উসমান ﵁-এর মিল্লাতের?

তিনি জবাব দেন: আমি আলীর মিল্লাতেরও নই, উসমানের মিল্লাতেরও নই, বরং আমি রাসূল ﷺ-এর মিল্লাতের”।[২]

৪. দলীল ছাড়াই কোনো মুসলিমকে কুফুরী বা বিদ‘আতের অপবাদ দেয়া:

১. মাজমূউল ফাতাওয়া: ২০/১৬৪
২. মাজমূউল ফাতাওয়া: ২/৪১৫

ইমাম ইবনে বাত্তাহ ﷺ বলেন: "আল্লাহর পক্ষ হতে খবর ছাড়াই কাউকে জান্নাত বা জাহান্নামের সার্টিফিকেট দেওয়া বিদ'আত। সুন্নাত ও ইসলামের ওপর থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বিদ'আত এবং অন্যায়ভাবে কারো সাথে বন্ধুত্ব আবার কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করা বিদ'আত"।[১]

কতিপয় সালাফ বলেন: "সুন্নাত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে বিশ্বাস করে নেয়া এবং কিভাবে ও কেন(?)–এমন ওজুহাতে সুন্নাত প্রত্যাখ্যান না করা।

দ্বীনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও অসার বিতর্ক করা একটি বিদ'আত। এমনটি অন্তরের মধ্যে সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং তা হক্ব ও সঠিক বিষয় জানার প্রতিবন্ধক।"[২]

বিদ'আত চেনার উপায় (১৪)

মানুষকে কোনো প্রথা ও আচরণগত আমল বা সামাজিক রীতিতে বাধ্য করা, যেন সেটি এমন যে, শরীয়ত বিরোধী নয় বা তা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে তা হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

১. আল ইস্তিকামাহ: ১/১৩
২. আল হুজ্জাহ ফী বায়ানিল হুজ্জাহ: ২/৪৩৭
৩. আল ই'তিসাম ৮০-৮২

ব্যাখ্যা:

এ কায়েদাটি প্রথা ও আচরণগত আমল বা সামাজিক রীতি-নীতির জন্য খাস বা নির্দিষ্ট। এ ক্ষেত্রে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত তখন হবে, যখন দ্বীনের বিধিবিধান বহির্ভূত প্রথা ও আচরণগত আমলগুলো মানুষের ওপর ফরজ ও জরুরীভাবে দ্বীনের ফরজ ও শরীয়তের বাধ্য-বাধকতার মতো আরোপ করা হয়।

তবে যদি বাধ্য করাটি সঠিক বিবেকসম্মত কারণ ও গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়, তবে তা এই কায়েদার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তখন এটি "আল মাসালেহ আল মুরসালাহ" (যা মূলত আলেম ও শাসকগণ মুসলিম জনকল্যাণে, কোনো দলীলবিরোধী না হওয়ার শর্তে অনুসন্ধান করে বিধান দেন। দেখুন: ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ ওয়েব সাইট) স্বীকৃত কায়েদার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কায়েদার ভিত্তিতে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১]

উদাহরণ:

শাত্বেবী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আলেমদের ওপর জাহেলদেরকে প্রাধাণ্য দেয়া, উপযুক্ত নয় এমন লোকদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করা। আর অবশ্যই এভাবে জাহেলকে আলেমের স্থানে বসিয়ে দিয়ে দ্বীনের মুফতী বানিয়ে

১. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ: পৃ.৩৩-৩৫ ও ১৪৮

ধন-সম্পদসহ যাবতীয় বিষয়ে তার কথামতো চলা, দ্বীনের মধ্যে হারাম-নাজায়েয।

এটিকেই নিয়ম বানিয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্যভাবে ছেলে পিতার স্তরে না পৌঁছা সত্ত্বেও ছেলেকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া। এভাবেই মানুষের মাঝে বিদ‘আত প্রসার লাভ করে এমন শরীয়তের মতো, যেন তার বিরোধিতা করা যাবে না। এমন সব কার্যকলাপ অবশ্যই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।[১]

বিদ‘আত চেনার উপায় (১৫)

দ্বীনের কোনো সাব্যস্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করে ফেলা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।[২]

ব্যাখ্যা: এ কায়েদাটি বিশেষ করে দ্বীনের অকাট্য বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, যেনা-ব্যভিচার, মদপান, শরীয়ত নির্ধারিত সংখ্যা ও পরিমাণ এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো, বিভিন্ন অপরাধবীধি, দণ্ডবীধি, মীরাসের অংশ, বিভিন্ন বিষয়ের কাফ্ফারা ও ইদ্দতের পরিমাণ ইত্যাদি যা কিছু শরীয়তে নির্ধারিতভাবে এসেছে সেগুলো পরিবর্তন করে ফেলা।

১. আল ইতিসাম: ২/৮১
২. তালবীসে ইবলীস ১৬-১৭ পৃষ্ঠা

উদাহরণ:

ক) যেনার শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডকে পরিবর্তন করে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা।

খ) হারামকে হালাল বা ফরজকে রহিত করার বাতিল হিলা বা পন্থাসমূহ: হারাম ব্যবসার মাধ্যমে সূদ হালাল করে নেয়া এবং হালালা পন্থায় স্ত্রী গ্রহণ, ফেরতযোগ্য হিবা করে যাকাত রহিত করে নেয়া ইত্যাদি।

বিদ'আত চেনার উপায় (১৬)

ইবাদত বা প্রথা অথবা উভয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ'আত।[১]

ব্যাখ্যা: কাফেরদের সাদৃশ্য পোষণের মাধ্যমে দ্বীনের নিয়ম-নীতি হতে বেরিয়ে বিদ'আতে পতিত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: "বিদ'আতের আরো একটি নীতি হলো, যখনই ইবাদত বা প্রথা বা উভয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হবে, সেটিই এ মুসলিম উম্মতের মাঝে বিদ'আত গণ্য হবে। কেননা, এখানে বিদ'আতের বিষয় হলো, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা।[২]

১. আহকামুল জানায়েয: ২৪২
২. ইক্বতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৪২৩-৪২৪

উদাহরণ:

বিভিন্ন মৌসুম ও উৎসবে কাফেরদের সাদৃশ্যতা, যেমন: নওরোজ, মীলাদ, জন্মবার্ষিকী ইত্যাদি উদ্‌যাপন করা।

বিদ'আত চেনার উপায় (১৭)

ইবাদত ও প্রথা বা উভয় ক্ষেত্রে কাফেররা যা কিছু তাদের ধর্ম বহির্ভূত আবিষ্কার করে, তার সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।[১]

ব্যাখ্যা:

এ কায়েদাটি কাফেরদের সাদৃশ্যতা সম্পর্কিত এমন বিষয়ে, যা তাদের দ্বীনের মধ্যে তারা আমদানী ও আবিষ্কার করেছে। এক্ষেত্রে দুই (দিগুণ) ভাবে বিদ'আত সংঘটিত হয়:

(১) কাফেরদের নব আবিষ্কার এবং

(২) তাদের সাদৃশ্যতার দিক দিয়ে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ বলেন: ...এ ধরণের কিছু যদি মুসলিমরাই আবিষ্কার করে, তবেইতো তা নিকৃষ্টতার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যদি তা কখনো কোনো নবী প্রবর্তন না করে বরং তা কাফেরগণ আবিষ্কার করে, তবে তা কেমন হবে?

১. আল আমরো বিল ইত্তিবা': ১৫১

সুতরাং এমন জিনিসে তাদের সমর্থন ও সাদৃশ্যতার নিকৃষ্টতা স্পষ্ট, তাই এটি একটি কায়েদা।"[১]

এতে বোঝা গেল, কাফেররা যা নতুন আবিষ্কার করে, তার সাদৃশ্যতা তিন দিক থেকে নিষিদ্ধ:

(১) তাদের দ্বীনের মধ্যেই নব আবিষ্কার হওয়া।

(২) সাদৃশ্যতা থাকার দিক দিয়ে।

(৩) দ্বীন ইসলামের মধ্যে নব আবিষ্কার হওয়া।[২]

উদাহরণ:

যেমন: বিপদ-আপদ, আনন্দ-উৎসব, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, পানাহার, চাল-চলন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে তাদের অনুকরণ। অনুরূপ মডেল ও এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয়। যেমন: মাতৃদিবস, স্বাস্থ্য দিবস প্রভৃতিতে তাদের সাদৃশ্যতা।

১. ইক্বতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৪২৩-৪২৪
২. আল জিযানীর আল কাওয়ায়েদ: ১৫৭-১৫৮

বিদ'আত চেনার উপায় (১৮)

ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত জাহিলিয়াতের কোনো আমল আমদানি করা বিদ'আত।[১]

ব্যাখ্যা: জাহিলিয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন:

ইসলাম পূর্বকালে জাহিলী যুগের লোকেরা যে রীতিনীতি ও প্রথার ওপর ছিল, ইসলাম আগমনের পর আরবদের অনেকেই সেই জাহিলী যুগের লোকদের নীতি-নৈতিকতায় আবার ফিরে যায়।[২]

এ কায়েদাটি বিশেষ করে জাহিলীযুগের লোকদের সে আমল ও কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযোজ্য, যা ইসলামের নির্দেশনা ও শরীয়ত বিরোধী।

ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: এর অন্তর্ভুক্ত হলো, জাহিলীযুগের লোকেরা যেসব ইবাদত করতো সেগুলোর কোনো কিছু ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মধ্যে তা ইবাদত হিসেবে প্রবর্তন করেননি।[৩]

১. আল জিযানীর আল কাওয়ায়েদ: ১৬১
২. ইক্বতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩৯৮
৩. ইক্বতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩২৭

উদাহরণ:

যেমন: নবী ﷺ বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে এমন চারটি জাহেলী আমল রয়েছে, যেগুলো তারা ছেড়ে দেয় না: বংশের গৌরব, বংশের অপবাদ, তারকা দিয়ে বৃষ্টি তলব করা এবং বিলাপ করা।[১]

১. মুসলিম: ৬/২৩৫

বিদ‘আত চেনার ব্যাপক তিনটি মূলনীতির তৃতীয়টির ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে গৃহীত উপায় ও সূত্রাবলী

বিদ‘আত চেনার তৃতীয় মূলনীতি

বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ

পূর্বে বর্ণিত দুই মূলনীতির ক্ষেত্রে যেমন সরাসরি বিদ‘আত সাব্যস্ত হয়, তৃতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে তেমন নয়। তবে দ্বীনের মধ্যে অন্য অবস্থায় বিদ‘আত হবে। অর্থাৎ ইবাদত সঠিক অবস্থা থেকে স্থানান্তর হয়ে কোনো কারণ বা পন্থা তাকে বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করবে, যা পরিশেষে বিদ‘আতই গণ্য হবে।

এর মধ্যে রয়েছে বিদ‘আত চেনার পাঁচটি উপায়:

বিদ‘আতের পথে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ নিম্নের পাঁচটি ক্ষেত্রে ঘটে থাকে:

প্রথম ক্ষেত্র: শরীয়ত কাম্য ফরজ ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: শরীয়ত অনুমোদিত জায়েয ও মাকরূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ ক্ষেত্র: গুনাহ ও হারামের দুটি দিক।

পঞ্চম ক্ষেত্র হিসেবে যুক্ত হবে: উক্ত বিদ'আতের ওসীলাসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়।

এভাবে গঠিত হবে পাঁচটি ব্যাপক কায়দাহ ও উপায়।

তৃতীয় মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত, বিদ'আত চেনার পাঁচটি উপায়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ

বিদ'আত চেনার উপায় (১৯)

"শরীয়ত সমর্থিত কিছু বিষয়, এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পালন করা যা প্রকৃতপক্ষে মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী–তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত"।[১]

কায়দাহটির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ:

কায়দাটি শরীয়ত কাম্য ফরজ ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত, এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে:

১. সাধারণ সুন্নাতকে গুরুত্বপর্ণ সুন্নাতের মর্যাদায় পালন করা। যেমন: সাধারণ নফল নামায জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করা।[২]

---

১. আলজীযানীর আল কাওয়ায়েদ: পৃ.১৬৫

২. আল হাওয়াদেস ওয়াল বিদা': ৬৬ ও আল ইতিসাম: ১/৩৪৫, ৩৪৬

২. সুন্নাতকে ফরজের মতো গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা। যেমন: প্রতি জুমু‘আর দিন ফজর নামাযে সূরা সিজদাহ ও সূরা দাহার জরুরী করে নেয়া।[১]

৩. ব্যাপকতা ও প্রশস্থতা রাখে এমন ইবাদতকে কোনো সময়, স্থান বা বৈশিষ্ট্য অথবা কোনো নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাস করে নেয়া। যেমন: রোজার সঠিক দলীলভিত্তিক নির্ধারিত দিনগুলো (যেমন: বৃহস্পতিবার ও সোমবার দিন) ব্যতীত অন্য কোনো দিনকে নতুনভাবে খাস করে নেয়া (যেমন: বুধবার)।

৪. শরীয়তসম্মত আমলের সাথে অতিরিক্ত আমল যুক্ত করা, যার ফলে মনে হবে এটা আমলেরই অন্তর্ভুক্ত বা এটি তার একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ, যা হবে বর্ধিত বিদ‘আত।

শাত্বেবী ﵀ এ মর্মে বিদ‘আতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন: প্রকৃত বিদ‘আত ও বর্ধিত বিদ‘আত:

তিনি প্রকৃত বিদ‘আতের সংজ্ঞায় বলেন: প্রকৃত বিদ‘আত হলো, যার পক্ষে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান থাকে না–না কুরআন থেকে, না সুন্নাত থেকে, না ইজমা থেকে আর না কোনো গ্রহণযোগ্য আলেমের ইজতিহাদ

১. আল বায়িস: ৫৪

থেকে। এমনকি তার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কোনো প্রকার দলীল থাকে না ।[১]

তিনি আরো বলেন: এসব বিদ‘আতের প্রবর্তনকারী এবং তার অনুসারীরা যদিও দাবি করে থাকে যে, সেগুলো দলীল দ্বারা সাব্যস্ত তবুও তা বিদ‘আত। কেননা সেগুলোর এমন সংশয়পূর্ণ ভেজাল ও দুর্বল দলীলের ওপর ভিত্তি যার কোনোই মূল্য নেই। সুতরাং এ জন্যেই এগুলো প্রকৃত বিদ‘আত। এ ছাড়া অন্যান্যগুলো রূপক বিদ‘আত।[২]

প্রকৃত বিদ‘আতের উদাহরণ:

১. প্রকৃত বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হলো, আল্লাহ যার দলীল অবতীর্ণ করেননি এমন সব বিষয় ইবাদত হিসেবে চালু করা। যেমন: ষষ্ঠ ওয়াক্ত নামায বা এক রাকাতে দুই রুকুবিশিষ্ট নামায চালু করা।

২. সুন্নাতকে দলীল হিসেবে অস্বীকার করা বা যুক্তিকে দলীলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে যুক্তিকে মূল ও দলীলকে তার অনুগত বানিয়ে দেয়া।

৩. কামালিয়াত-পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যাওয়ার দাবিতে ইবাদত-বন্দেগীর আর প্রয়োজনীয়তা নেই এবং তার ওপর কোনো কিছু হারামও নেই বলা।

---

১. আল ইতিসাম-১/২৮৬

২. আল ইতিসাম-১/২৮৬

৪. সহীহ দলীল ছাড়াই কোনো গাছ বা স্থানকে বরকত গ্রহণ, উপকার সাধন ও দিপদ মুক্তির জন্য নির্ধারণ করে নেয়া।

৫. শরীয়তের কোনো দলীল ছাড়াই সংশয় বা ভেজালপূর্ণ দলীলের ভিত্তিতে কোনো হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানিয়ে নেয়া। যেমন: না বসে দাঁড়িয়ে থাকা, কথা না বলে চুপ থাকা এবং ছায়া গ্রহণ না করাকে অপরিহার্য করে নেয়া।[১]

শাত্বেবী ﵀ বর্ধিত বিদ‘আতের পরিচয় বর্ণনা করে বলেন:

এর দুটি সমস্যা রয়েছে:

প্রথম: এ বিদ‘আতের সরাসরি নয় বরং আসল সংশ্লিষ্ট দলীল থাকা, এ দৃষ্টিতে সেটি বিদ‘আত হয় না।

দ্বিতীয়: আসল সংশ্লিষ্ট দলীলও না থাকা, এ দৃষ্টিতে দলীল ভিত্তিক না হওয়ায় এবং দলীলের সংশয় ও অস্পষ্টতার কারণে সেটি বিদ‘আত।

---

১. সহীহ বুখারী: ৬৭০৪.বিস্তারিত: আলাভী বিন আব্দুল কাদের আস সাক্কাফের তত্ত্বাবধানে অতি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সাইট আদ্দুরার আস সানিয়্যাহ

এ বিদ‘আতকে বর্ধিত বিদ‘আত বলা হয়। এক্ষেত্রে বুঝা যায় বিদ‘আত দুই প্রকার: প্রকৃত বিদ‘আত ও বর্ধিত বিদ‘আত। যেমনটি উল্লেখ করেন শাত্বেবী ﷺ।[১]

বর্ধিত বিদ‘আত বলার কারণ: এ ধরনের বিদ‘আত দুটি দিকের মাঝে কোনো একটি দিক হতে মুক্ত নয়। স্পষ্ট বিরোধীও নয়, আবার স্পষ্ট বিধানসম্মতও নয়।

প্রকৃত বিদ‘আত ও বর্ধিত বিদ‘আতের মর্মগত পার্থক্য

বিদ‘আতের দলীল আসলগতভাবে রয়েছে, কিন্তু পদ্ধতি ও অবস্থাগত ক্ষেত্রে তার দলীল নেই, অথচ তার দলীল থাকা জরুরী। কেননা এগুলোর অধিকাংশ ইবাদতের বিষয়, নিছক প্রথাগত বিষয় নয়।

বর্ধিত বিদ‘আতের উদাহরণ:

১. সমস্বরে সম্মিলিত আল্লাহর জিকির:

আল্লাহর জিকির অবশ্যই বিধিবদ্ধ বরং ফরজ ও সুন্নাত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আদায় করা জায়েয নেই। বরং এটি একটি বিদ‘আত ও সুন্নাত বিরোধী।

১. বিস্তারিত: আলাভী বিন আব্দুল কাদের আস সাক্কাফের তত্ত্বাবোধনে অতি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সাইট আদ্দুরার আস সানিয়্যাহ

অনুরূপ উভয় হাত তুলে দোয়া করার ব্যাপক দলীল খাস করে প্রতি ফরজ নামায পর হাত উঠিয়ে দোয়া করাকে জরুরী করে নেয়া।

শাত্বেবী ﵀ বলেন: "সবসময় সম্মিলিতভাবে দোয়া করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেন: নবী ﷺ যখন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতেন, নামায হতে ফারেগ হয়ে তিনি ও মুক্তাদীগণ একত্রিতভাবে দোয়া করতেন—এমন কেউ বর্ণনা করেননি; না ফজর, না আসর, না অন্য কোনো নামাযে। বরং তাঁর থেকে সাব্যস্ত রয়েছে যে, তিনি নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর সাহাবীদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে জিকির করতেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহর জিকির শিক্ষা দিতেন।[২]

২. শবে বরাত ও শবে মিরাজ উদ্‌যাপন:

খাস করে মধ্য শাবানে রোজা রাখা, রাত জেগে ইবাদত করা এবং শবে মিরাজ উদ্‌যাপনকল্পে রজব মাসে খাস করে রোজা ও অন্য কোনো ইবাদত করা।

---

১. আল ইতিসাম: ১/২১৯-কিতাবুজ জিকর আল জামাঈ বাইনাল ইত্তিবায়ে ওয়াল ইবতিদা: ২৮ পৃ.

২. আল ফাতাওয়া আল কুবরা: ২/৪৬৭.আলাভী বিন আব্দুল কাদের আস সাক্কাফের তত্ত্বাবোধনে অতি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সাইট আদ্দুরার আস সানিয়্যাহ

এসব ইবাদত সাধারণত বিধিবদ্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে খাস করার দলীল ব্যতীতই সময় ও স্থান খাস করে নেয়ার দ্বারা তা বিদ'আতে রূপান্তর হয়ে যায়।

প্রকৃত বিদ'আত হতে বর্ধিত বিদ'আত আরও ভয়াবহ। কেননা বিদ'আতী তার কর্মসমূহে সংশয়পূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে থাকে। আপনি যদি তাকে এর দলীল জিজ্ঞাসা করেন সে বলবে: সে তো আল্লাহর জিকির করছে এবং আল্লাহর জন্য রোজা রাখছে। তবে কি এই জিকির ও রোজা রাখা হারাম? এভাবে সে তার ওপর অটল থাকে এবং সে এসব বিদ'আতী কর্মকাণ্ড হতে সাধারণত তওবা করে না। দ্বীনের মধ্যে এ ধরণের সংশয় অবশ্যই বড় ভয়াবহ, এমনকি প্রবৃত্তিবশত গুনাহ অপেক্ষা ভয়াবহ। কেননা ইবলিস শয়তান ইবাদতের নামে মুসলিমদেরকে গুনাহ করিয়ে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে নিরাশ নয়। ইবলিস আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নামে বিদ'আতী কর্মগুলোকে তাদের নিকট সুন্দর করে দেখায় আর এখানেই ভয়াবহতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।[১]

তবে মানুষ যদি শরীয়তসম্মত ইবাদত পালন করার সাথে অন্য ইবাদত সংযুক্ত করার নিয়ত ব্যতীত পালন করে এবং তা সংযুক্তির ওসীলাও না বানিয়ে নেয়; তখন সেগুলো স্বতন্ত্র ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে এ অবস্থায় কোনো দোষ হবে

১. আদ্দুরার আসসানিয়্যাহ..

না। যেমন, সম্মিলিত অবস্থায় কখনো দূর্ভিক্ষ বা ভয়-ভীতিতে দোয়া করা। এমন হলে তা জায়েয হবে, যদি তা বর্ধিত ইবাদত চালু হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয় এবং তা যেন এমন প্রথাও বানিয়ে নেয়া না হয়, যা দলে দলে পালন হবে এবং মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দিয়ে প্রচার হবে।[১] আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

বিদ'আত চেনার উপায় (২০)

এমন আমল করা, যা কোনো দিক দিয়ে জায়েয হিসেবে সাব্যস্ত, তবে যদি মনে করা হয় এটি শরীয়তসমর্থিত আমল, তবে তা বিদ'আত।[২]

ব্যাখ্যা:

কায়েদাটি বিশেষ করে শরীয়তে যেসব আমলের অনুমতি রয়েছে বা জায়েয মাত্র বা মাকরূহ—এমন যদি হয় আর তা শরীয়তসমর্থিত আমল হিসেবে পালন করা হয় এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আবু শামাহ বলেন: "শরীয়তসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি কোনো আমল শরীয়তসম্মত মনে করে পালন করে; তবে সে

১. আল ইতিসাম: ২/২২-৩১
২. আল ই'তিসাম: ১/৩৪৬-৩৪৭

তার দ্বীনের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী একজন বিদ'আতী, তার কথা, কর্ম ও অবস্থায় বাতিল দাবিদার"।[১]

এর উদাহরণ:
মসজিদ কারুকার্য করা, ঝাড়বাতি লাগানো এ সবের পিছনে খরচ করাকে আল্লাহর পথে খরচের মর্যাদা দিয়ে সওয়াবের কাজ মনে করা। (যদিও তা কারো মতে মাকরূহ)[২]

বিদ'আত চেনার উপায় (২১)

বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম যদি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, এমনকি কেউ তার আমলটি অপছন্দ করলেও তার দিকে গ্রাহ্য না করা হয়, বরং সাধারণ মানুষ তার গুনাহটি শরীয়তেরই অংশ মনে করে, তবে সেটি বিদ'আতের সাথে যুক্ত হবে।[৩]

ব্যাখ্যা: এ কায়দাটি বিশেষ করে গুনাহ-পাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কোনো গুনাহকে গুনাহ মনে না করে সম্পাদন হবে। এর মধ্যে লিপ্ত আছেন সাধারণত আলেমগণ।

শাত্বেবী ﷀ বলেন: সাধারণ লোকজন আলম সম্প্রদায়ের আমলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কেননা আলেমগণই ফতওয়ার

১. আল বায়িস: ২০-২১
২. আল ই'তিসাম: ২/৮২
৩. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ ১৭০ পৃষ্ঠা।

স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। তিনি আমলের দ্বারা মানুষের জন্য মুফতী, যেমনভাবে তিনি তাঁর কথার দ্বারা মুফতী হিসেবে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষ তো এমনই বলে থাকেন: যদি এটি নিষেধ বা মাকরূহ হতো, তবে আলেমগণই তো তা থেকে বিরত হতেন।[১]

শাত্বেবী ﵀ আরো বলেন: 'এ ধরনের কায়দার মূল হলো, বিশেষ ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে বর্ণনা না করে চুপ থাকা এবং উদাসিনভাবে নিজে আমল করা। এখানেই আলেমের জঘন্য পদস্খলন।

তিনটি জিনিস দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করে থাকে:

(১) আলেমের পদস্খলন।

(২) মুনাফিকের কুরআন নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ।

(৩) গুমরাহকারী ইমামগণ।[২]

আরো বলা হয়: "আলেমের পদস্খলন মানেই জগতের পদস্খলন"।[৩]

উদাহরণ: বিভিন্ন সূদী কারবার এর অন্তর্ভুক্ত।

---

১. আল ইতিসাম: ২/৯৯-১০২
২. আল ইতিসাম: ২/১০১, আদ্দারমী: উমার রা.বর্ণিত: ১/৭১
৩. মাজমূ ফাতাওয়া: ২০/২৭৪

বিদ‘আত চেনার উপায় (২২)

সাধারণ মানুষ যখন কোনো গুনাহ্ করে, আর তা প্রকাশ পায় এবং প্রচার হয়ে যায়, কিন্তু অনুসরণীয় আলেম যদি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিবাদ না করে; এর ফলে তারা মনে করে যে, এ গুনাহের আমলে কোনো দোষ নেই। তখন এমন আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১]

ব্যাখ্যা:

যদি এমন এরূপ আমলের প্রতিবাদ করা হতো, তবে অবশ্যই সাধারণ লোকজন মনে করতো, এ কর্মটি নিশ্চয়ই বিদ‘আত বা শরীয়তসম্মত নয়। এ অবস্থায় আলেম হচ্ছে, মানুষের মাঝে নবী ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত।[২]

ইমাম শাত্বেবী رحمه الله বলেন: কোনো পাপের কাজ প্রকাশ ও প্রচার হওয়া সত্ত্বেও যাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করার সামর্থ আছে, অথচ তারা তা করল না; এতে সাধারণ লোকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এটি জায়েয আমল, এতে কোনো দোষ নেই। তখনই সাধারণ লোকের কাছে এ আত্মতৃপ্তিমূলক অপব্যাখ্যার কারণে জন্ম নেয় ভ্রান্ত বিশ্বাস। ফলে এ ধরণের অসংগতি বিদ‘আতে পরিণত হয়।[৩]

১. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ ১৭২ পৃষ্ঠা।
২. আল ইতিসাম: ২/১০২
৩. আল ইতিসাম: ২/১০২

এর উদাহরণ হলো:

প্রকাশ্যে ছেয়ে যাওয়া পাপাচার: যেমন, সূদী লেন-দেন, হারাম প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার।

উক্ত শেষ চারটি কায়েদার সারাংশ হলো:

নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি শরীয়তের হুকুমের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অতএব আক্বীদা, আমল ও কথায় পরস্পর শরীয়তের হুকুমগুলোকে একাকার করে দেয়া উচিত নয়।

সুতরাং প্রশস্ত সুযোগের ফরজ ইবাদত এবং বার বার আসা খাস ফরজগুলো পরস্পর এক করে নেয়া উচিত হবে না।

ফরজ ও সুন্নাত আমলগুলো, অনুরূপ সুন্নাত ও কোনো কোনো বৈধ আমল বর্ণনা ব্যতীত ব্যাপক বর্জনের ক্ষেত্রে সমান গণ্য করে পরস্পর একাকার করা উচিত হবে না।

অনুরূপ মুবাহ বা বৈধ আমল ও সুন্নাত বা মাকরূহ আমলগুলোকে পরস্পর একাকার করা উচিত নয়।

অনুরূপ মাকরূহ আমল ও হারাম আমলগুলো বা মাকরূহ আমল ও মুবাহ আমলগুলো পরস্পর এক করা উচিত নয়।

অনুরূপ হারাম আমলগুলো ও অন্যান্য যা হারাম নয় এমন আমলগুলোকে পরস্পর এক করে নেয়াও উচিত নয়।[১]

১. কাওয়ায়েদু মা'রেফাতুল বিদা': ১৭৩-১৭৪

অনুরূপ সংযুক্তি ও ওসীলাগত বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হলো: প্রত্যেক এমন আমল, যার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ; স্পষ্ট নয় যে, সেটি কি বিদ‘আত যা নিষিদ্ধ, নাকি তা বিদ‘আত নয়, অতএব তার ওপর আমল করতে হবে?

এ ক্ষেত্রে বিদ‘আতে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় এবং বিদ‘আতের দরজা উন্মুক্ত না হোক এজন্যে তা বর্জন করাই নিরাপদ।[১]

বিদ‘আত চেনার উপায় (২৩)

দ্বীনের নামে যে বিদ‘আতী আমলের সাথে আরো কিছু প্রথাগত আমল যুক্ত করা হবে সবই বিদ‘আত বলে গণ্য হবে। কেননা যার ভিত্তি বিদ‘আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটিও বিদ‘আত।[২]

কায়েদাটির ব্যাখ্যা:

এ কায়দাটি বিদ‘আত কর্মের ওপর আরো অর্পিত কর্মকাণ্ডের জন্য খাস, যার মধ্যে এক বিদ‘আতকে কেন্দ্র করে আরো বহু বিদ‘আত গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে প্রথম ও মূল বিদ‘আতের মধ্যে নতুনভাবে সংযুক্ত হয় নানা আমল। বিদ‘আতের ওসীলামূলক এ আমলগুলো মূলত প্রথম বিদ‘আতটিকে সুশোভিত ও পূর্ণতা দিতেই পালন করা হয়ে থাকে।

১. আল বায়িস: ৬৬ ও আল ইতিসাম: ২/৬-৭
২. আল ইতিসাম: ২/১৯

উদাহরণ:

১. শবে বরাত উদ্‌যাপন উপলক্ষে যা যা পলন করা হয়। যেমন: মসজিদগুলোতে স্বাভাবিকতার চেয়ে অধিক প্রস্তুতি, মিষ্টি ও অন্যান্য বিশেষ খাদ্য তৈরি এবং খাওয়া। এ উপলক্ষে অধিক ও অতিরিক্ত খরচ করা–সবকিছুই মূল বিদ‘আতের ওপর অতিরিক্ত ও সংযোজিত বিদ‘আত।[১]

২. বিদ‘আতী অনুষ্ঠান ও উৎসবে বিভিন্ন খাদ্য, নতুন পোশাকের ব্যবহার এবং কর্মসূচী আয়োজন করা। এগুলো সবই দ্বীনের নামে বিদ‘আতী উৎবের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়োজন, যেমন দ্বীন ইসলামের উৎসব সংশ্লিষ্ট আমল করা হয়।[২]

বিদ‘আত সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত আমলগুলোকে বিদ‘আত গণ্য না করার ক্ষতি:

বিদ‘আতকে সুশোভিত ও পূর্ণতা দানকারী আমলগুলো পালন করাতে বিদ‘আতীদের আনুষ্ঠানিকতাকে অবশ্যই শক্তিশালী করা হয়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রচার ও সহযোগিতা হয়ে থাকে।[৩] সুতরাং তা বিদ‘আতের পৃষ্ঠপোষকতার নামান্তর।

১. আল বায়িস: ৯৬
২. ইক্তিজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম: ১/৪৭২
৩. আল-বায়িস: ৩৯

উপসংহার

উপসংহারে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

প্রথমত: সংক্ষিপ্তাকারে বিদ‘আত চেনার তেইশটি উপায় তুলে ধরা।

দ্বিতীয়ত: বিদ‘আতের ক্ষেত্রসমূহ।

একনজরে বিদ‘আত চেনার ২৩টি উপায়

১. মওজূ হাদীসের দলীল নির্ভর যত ইবাদত রয়েছে তা সবই বিদ‘আত।

২. নিছক রায় ও প্রবৃত্তি নির্ভর যত ইবাদত বিদ‘আত, যেমন কোনো কথিত আলেম বা পীর-দরবেশের মগজপ্রসূত বা কোনো অঞ্চলের কুসংস্কার বা কথিত বুজুর্গের ইলহাম-কাশফ ও স্বপ্নের কাহিনী।

৩. প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ যদি কোনো ইবাদত ছেড়ে দেন, অথচ তা পালিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত ও বিদ্যমান, এমনকি তা থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোনো বাধাও নেই; পরবর্তীতে এমন যা পালন করা হবে তা অবশ্যই বিদ‘আত।

৪. “কোন ইবাদত পালন করার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ যদি পালন না করে থাকেন বা তাঁদের কিতাবসমূহে তা নকল বা সংকলন না করেন বা এ বিষয়টি তাঁদের মজলিসে আলোচনা না করে থাকেন, অথচ সে ক্ষেত্রে কোন বাধাও ছিল না, তবে তা এখন পালন করা বিদয়াত।”

৫. ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতি বিরোধী যত ইবাদত রয়েছে সবই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই, এমন তরীকায় যত প্রথা ও আচরণ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হবে সবই বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।

৭. আল্লাহ তা‘আলা যা নিষেধ করেছেন, এমন কিছু দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।

৮. শরীয়তে যেসব ইবাদত যে নির্ধারিত রূপ-পদ্ধতিতে এসেছে, তা পরিবর্তন করা বিদ‘আত।

৯. শরীয়তে যেসব ইবাদত ‘আম (ব্যাপক) দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত, সে ‘আম ইবাদতগুলোকে কোনো স্থান, সময় বা এমন কোনোভাবে খাস করে নেয়া, যাতে দলীল ছাড়াই মনে করে নেয়া হয় যে, এটিই শরীয়তের উদ্দেশ্য; তবে তা বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে।

১০. যেসব ইবাদত শরীয়তে বিধিবদ্ধ তা থেকে অধিক মাত্রায় পালনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন এবং তাতে কঠোরতা প্রয়োগ করা বিদ'আত গণ্য হবে।

১১. যেসব আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সালাফে সালেহীনের ইজমা বিরোধী, তা বিদ'আত গণ্য হবে।

১২. আক্বীদাগত কোনো বিষয়, যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে কোনো আমলও নেই, তবে তা বিদ'আত।

১৩. দ্বীনের ক্ষেত্রে ঝগড়া, বিবাদ ও অসার বিতর্ক করাও এক ধরনের বিদ'আত।

১৪. মানুষকে কোনো প্রথা ও আচরণগত আমল বা সামাজিক রীতিতে বাধ্য করা, যেন সেটি এমন যে শরীয়ত বিরোধী নয় বা এমন যে তা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে তা হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

১৫. দ্বীনের কোনো সাব্যস্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করে ফেলা, বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. ইবাদত বা প্রথা অথবা উভয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ‘আত।

১৭. ইবাদত বা প্রথা বা উভয় ক্ষেত্রে কাফেররা যা কিছু তাদের ধর্ম বহির্ভূত আবিষ্কার করে, তার সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।

১৮. ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত জাহিলিয়াতের কোনো আমল আমদানি করা বিদ‘আত।

১৯. শরীয়ত সমর্থিত কিছু বিষয় এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পালন করা, যা প্রকৃতপক্ষে মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি, তা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।

২০. এমন আমল করা, যা কোনো দিক দিয়ে জায়েয হিসেবে সাব্যস্ত, তবে যদি মনে করা হয় এটি শরীয়তসমর্থিত আমল, তা হবে বিদ‘আত।

২১. বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম যদি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, এমনকি কেউ তার আমলটি অপছন্দ করলেও তার দিকে গ্রাহ্য না করা হয়, বরং সাধারণ লোক তার গুনাহটি শরীয়তেরই অংশ মনে করে, তবে সেটি বিদ‘আতের সাথে যুক্ত হবে।

২২. সাধারণ লোকজন যখন কোনো গুনাহ করে, আর তা প্রকাশ পায় এবং প্রচার হয়ে যায়, কিন্তু অনুসরণীয় আলেম যদি সমর্থ থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিবাদ না করে; এর ফলে তারা মনে করে যে, এ গুনাহের আমলে কোনো দোষ নেই। তখন এমন আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৩. দ্বীনের নামে যে বিদ‘আতী আমলের সাথে আরো কিছু প্রথাগত আমল যুক্ত করা হবে সবই বিদ‘আত বলে গণ্য হবে। কেননা যার ভিত্তি বিদ‘আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটিও বিদ‘আত।

বিদ‘আতের ক্ষেত্রসমূহ

শায়খ মুহাম্মাদ আল জীযানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, বিদ‘আত চেনার মূলনীতি ও উপায়গুলো গবেষণা এবং অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয় যে, বিদয়াত ঘটে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেসব ক্ষেত্র এবং কোন সূত্র ও উপায়ভিত্তিক সেগুলোতে বিদ‘আত ঘটে থাকে, পাঠক সমীপে তা তুলে ধরা হলো,

১- আকীদাহ সম্পর্কিত: উপায় নং: ১১, ১২, ১৩

২- ইবাদত ও নেকীর আমল সংশ্লিষ্ট: উপায় নং ১ থেকে ১০ ও ১৯

৩- অভ্যাসগত ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট: উপায় ৬, ১৪, ১৫, ২০, ২৩

৪- গুনাহ ও নিষেধ প্রসঙ্গ: উপায় ৭, ২১, ২২

৫- কাফেরদের সাদৃশ্যতামলক প্রসঙ্গ: উপায় ১৬, ১৭, ১৮

আল্লাহই অধিক জানেন, আল্লাহ আমাদের হককে হক হিসাবে জানার, হকের অনুসরণ করার, বাতিলকে বাতিল হিসাবে জানার এবং বাতিল থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করুন।

اللَّهُمَّ صل على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

তথ্যসূত্র সূচি

المصادر والمراجع

- الإبانة الكبرى لابن بطة، تحقيق د. رضا معطى، ط١، دار الراية الرياض، ١٤٠٩هـ .
- الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط ٢ ، دار الوطن، الرياض، ١٤١١هـ.
- الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، دار المعرفة، بيروت .
- حكام الجنائز وبدعها: للألباني ،ط١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٨٨هـ.
- الاستقامة لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم، ط٢، توزيع مكتبة السنة، القاهرة، ١٤٠٩هـ.
- الاعتصام للشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- إعلام الموقعين لابن القيم تعليق له ،سعد، دار الجيل، بيروت،١٩٧٣م.
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت .
- اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية د. ناصر العقل، ط١، ١٤٠٤هـ .
- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي، تحقيق مشهور حسن سلمان ،ط١ دار ابن القيم، الدمام، ١٤١٠هـ.
- البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق د. أحمد أبي ملحم وجماعة، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.

- البدعة أسبابها ومضارها للشيخ محمود شلتوت، ضبط علي حسن ط ٢ دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٣هـ.
- البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، ط١، دار الصفا، القاهرة، ١٤١١هـ.
- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، تعليق عثمان عنبر، ،ط ١ ، دار الهدى القاهرة، ١٣٩٨هـ ثابت.
- الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة مساجلة علمية.
- تلبيس إبليس لابن الجوزي ،ط ٢ ، المنيرية ١٣٦٨هـ، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي تحقيق د. محمد باكريم نُشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص ٥٣ - ١٥٣ ، العددان ١٠٣ - ١٠٤ سنة ١٤١٦ - ١٤١٧هـ.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكناني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠١هـ.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر تحقيق الزهيري، ط١، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٤هـ.
- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم ،باجس ط ٢ ، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢هـ.
- جماع العلم: للشافعي تحقيق أحمد شاكر، مكتبة ابن تيمية.

- الجواب الكافي لابن القيم دار الكتب العلمية، بيروت .
- الحجة في بيان المحجة لقوام السنّة الأصبهاني التيمي، تحقيق د. محمد ربيع ومحمد أبو طا، دار الراية، ١٤١١هـ .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتب رحيم العلمية، بيروت .
- الحوادث والبدع للطرطوشي، ضبط علي حسن طا، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١١هـ.
- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١، جامعة الإمام بالرياض، ١٣٩٩هـ
- الدر المنثور للسيوطي دار المعرفة، بيروت.
- زاد المعاد لابن القيم، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ط٣، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ.
- سنن الترمذي: تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومن معه، دار إحياء التراث العربي.
- سنن الدارمي: عناية محمد دهمان دار إحياء السنّة النبوية، دار الكتب العلمية.
- سنن أبي داود: تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية .
- سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
- سنن النسائي: المكتبة العلمية، بيروت .
- السنن الكبرى للبيهقي، طا ، صورة عن طبعة حيدر أباد بالهند ١٣٤٧هـ.
- السنة لابن أبي عاصم تخريج الألباني، ط٣، المكتب الإسلامي، ١٤١٣هـ.

- السنة: للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق د. أحمد سعد الغامدي ط دار طيبة، ١٤١٥هـ .
- شرح السنة للبربهاري تحقيق د. محمد سعيد القحطاني، ط١، دار ابن القيم، الدمام، ١٤٠٨هـ.
- شرح السنة للبغوي، تحقيق الأرناؤوط ومحمد الشاويش، ط١، المكتب الإسلامي، ١٣٩٠هـ.
- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، تخريج الألباني، طه، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٩هـ.
- شرح الكوكب المنير: للفتوحي، تحقيق د. محمد الزحيلي ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد العثيمين ط٣، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٥هـ.
- الشرح والإبانة لابن بطة تحقيق رضا معطي ط١ ، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة ١٤٠٤هـ.
- الشريعة للآجري تحقيق محمد الفقي ط١ ، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٣هـ.
- صحيح البخاري، المطبوع مع فتح الباري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت.
- صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي، ط ٢ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ.

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي، تعليق سامي النشار، دار الكتب العلمية . * ظلال الجنة في تخريج السنة: للألباني المطبوع مع السنة: لا بن أبي عاصم.
- عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تحقيق عبد الله البصيري، ط١، نشر إدارة الإفتاء بالرياض ١٤١١هـ.
- العين والأثر في عقائد أهل الأثر للعلامة عبد الباقي المواهبي الحنبلي تحقيق عصام ،قلعجي ،طا ، دار المأمون، دمشق، ١٤٠٧هـ.
- فتاوى السبكي دار المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز مكة المكرمة.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر دار المعرفة بيروت.
- الفروق للقرافي دار المعرفة، بيروت .
- فضل علم السلف على علم الخلف لا بن رجب الحنبلي، تحقيق يحي غزاوي، ط١، دار البشائر ١٤٠٣هـ.
- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ط ٢ ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠هـ .
- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لا بن سعدي مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٦هـ.
- مجموع الفتاوى لا بن تيمية جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه مكتبة النهضة مكة المكرمة، ١٤٠٤هـ .
- مختار الصحاح للرازي تحقيق حمزة فتح الله، دار البصائر، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- مدارج السالكين: لا بن القيم ،طا ، دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٣هـ.
- مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

- مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة: تحقيق الألباني ومحمد زهير الشاويش ط ٢ ، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ.
- المسند للإمام أحمد، دار صادر، بيروت .
- معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، ط٣، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٤٠٤هـ.
- المصباح المنير للفيومي المكتبة العلمية، بيروت.
- المفردات للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان داوودي، ط١، دار القلم، دمشق، ١٤١٢هـ.
- المنار المنيف لابن القيم تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، ط١، المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٣٩٠هـ.
- مناقب الشافعي للفخر الرازي تحقيق د. أحمد حجازي السقا، ط١، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٤٠٦هـ .
- المنثور في القواعد للزركشي، تحقيق د تيسير فائق مصورة عن الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
- الموافقات للشاطبي، تعليق الشيخ عبد الله ،دراز، ط٢، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ١٣٩٥هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزواوي أنصار السنة المحمدية باكستان.

সংকলকের কিছু বই

০১। অকাট্য প্রমানপঞ্জী

০২। পর্দা একটি ইবাদাত

০৩। মনোনীত ধর্ম

০৪। রাসূল (সাঃ) এর গৃহে একদিন

০৫। বিদআত থেকে সাবধান

০৬। তাফসীর তাইসীরুল কুরআন - বিষয়সূচী সহ

০৭। হজ উমরা ও যিয়ারত (পেপারব্যাক)

০৮। কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা

০৯। সোনালী ফায়সালা (হার্ডকভার)

১০। সোনালী কিরণ (হার্ডকভার)

১১। তাফসীর তাইসীরুল কুরআন - বিষয়সূচী ছাড়া

أصول وقواعد معرفة البدع

(اللغة البنغالية)

محمد عبد الرب عفان المدني

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি বিদ‘আতের পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি সহজ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মাধ্যমে জনসাধারণ বিশেষত আলেম সমাজ সুন্দর একটি নির্দেশনা পেতে পারেন। বাংলা ভাষায় বইটির বিষয়বস্তু ও তথ্যগুলো আমার কাছে একবারে নতুন মনে হয়েছে। মুসলিম সমাজ যেহেতু বিদ‘আতের বহুবিধ প্রকারে আচ্ছন্ন, অতএব শুধু ঘরে ঘরে নয়, বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং গভীর অধ্যয়নের উপযোগী।

–সংকলক

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার